# আকাইদ ও ফিকহ

# العقائد والفقه

**দাখিল**

অষ্টম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

# আকাইদ ও ফিকহ্

# اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

## দাখিল

## অষ্টম শ্রেণি


**রচনা**

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

**সম্পাদনা**

মাওলানা রূহুল আমীন খান



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

**প্রকাশকাল**

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৯ খ্রি.

**ডিজাইন**
**বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

# প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১** এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ্** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

**প্রফেসর কায়সার আহমেদ**
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

# সূচিপত্র

## প্রথম ভাগ : আল আকাইদ


| অধ্যায় ও পাঠ | বিষয় | পৃষ্ঠা | অধ্যায় ও পাঠ | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | আকাইদ ও দীন | ১ | ৫ম পাঠ | আশ শিরক বিল্লাহ | ৩৫ |
| ১ম পাঠ | আকাইদের স্বরূপ | ১ | ৩য় অধ্যায় | আল ইমান বিল মালায়েকা | ৪০ |
| ২য় পাঠ | দীনের পরিচয় ও পরিসর | ৫ | ৪র্থ অধ্যায় | আল ইমান বির রসুল | ৪৫ |
| ২য় অধ্যায় | আল ইমান বিল্লাহ | ১৩ | ৫ম অধ্যায় | আল ইমান বিল কুতুব | ৬৩ |
| ১ম পাঠ | আত তাওহিদ ফিয্যাত | ১৩ | ৬ষ্ঠ অধ্যায় | আল ইমান বিল আখেরাত | ৭০ |
| ২য় পাঠ | আত তাওহিদ ফিস সিফাত | ১৮ | ৭ম অধ্যায় | আল ইমান বিল কদর | ৭৯ |
| ৩য় পাঠ | আত তাওহিদ ফিল হুকুক | ২৩ | ৮ম অধ্যায় | ইলমুত তাযকিয়া ওয়াত তাসাউফ | ৮৫ |
| ৪র্থ পাঠ | আত তাওহিদ ফিল ইবাদত | ২৭ | | | |


## দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | ইলমে ফিকহের ইতিহাস | ৯৩ | ৩য় পাঠ | সালাতুল মুসাফির | ১৩২ |
| ১ম পাঠ | ইলমে ফিকহ | ৯৩ | ৪র্থ পাঠ | সাহু সাজদা | ১৩৬ |
| ২য় পাঠ | মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা | ৯৪ | ৫ম পাঠ | নফল সালাত | ১৩৯ |
| ৩য় পাঠ | হানাফি মাযহাবের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য | ৯৫ | ৪র্থ অধ্যায় | সাওম | ১৪৪ |
| ৪র্থ পাঠ | প্রধান কয়েকজন ইমামের জীবনী | ৯৬ | ১ম পাঠ | সাওমের মাসায়েল | ১৪৪ |
| ২য় অধ্যায় | আত তাহারাত | ১০৫ | ২য় পাঠ | ইতেকাফ ও সদাকাতুল ফিতর | ১৫০ |
| ১ম পাঠ | গোসল | ১০৫ | ৫ম অধ্যায় | যাকাত | ১৫৬ |
| ২য় পাঠ | মোজার উপর মাসেহ | ১১০ | ১ম পাঠ | যাকাতের আহকাম ও উপকারিতা | ১৫৬ |
| ৩য় পাঠ | হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা | ১১৫ | ২য় পাঠ | উশর | ১৬৬ |
| ৩য় অধ্যায় | সালাত | ১২০ | ৬ষ্ঠ অধ্যায় | যবেহ ও মানত | ১৬৯ |
| ১ম পাঠ | সালাতুল জুমুআ | ১২০ | ১ম পাঠ | যবেহ | ১৬৯ |
| ২য় পাঠ | সালাতুল ঈদাইন | ১২৫ | ২য় পাঠ | মানত | ১৭২ |


## তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম অধ্যায় | আখলাকে হাসানা | ১৭৬ | ৪র্থ অধ্যায় | নৈতিক গুণাবলি অর্জনের আমলসমূহ | ২০৮ |
| ১ম পাঠ | আখলাক পরিচিতি ও সর্বোত্তম আখলাক | ১৭৬ | ১ম পাঠ | তাওবা ও অনুতাপ | ২০৮ |
| ২য় পাঠ | উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি | ১৮১ | ২য় পাঠ | আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি | ২০৯ |
| ৩য় পাঠ | আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি | ১৯০ | ৩য় পাঠ | তাসবিহ | ২১১ |
| ২য় অধ্যায় | নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ | ১৯৮ | ৫ম অধ্যায় | শবে বরাত, শবে কদর ও দুই ইদের রাতে নফল সালাত | ২১১ |
| ১ম পাঠ | আত্মম্ভরিতা | ১৯৮ | ১ম পাঠ | মাসনুন দোআসমূহ | ২১৫ |
| ২য় পাঠ | প্রতারণা | ১৯৯ | ২য় পাঠ | কুরআন মাজিদের আলোকে দোআর গুরুত্ব | ২১৬ |
| ৩য় পাঠ | অপব্যয়-অপচয় | ২০০ | ৩য় পাঠ | হাদিস শরিফের আলোকে দোআর আদব ও গুরুত্ব | ২১৭ |
| ৩য় অধ্যায় | হালাল ও হারাম | ২০৩ | ৪র্থ পাঠ | কয়েকটি মাসনুন দোআ | ২১৮ |
| ১ম পাঠ | হালাল ও হারামের পরিচয় | ২০৩ | | | |
| ২য় পাঠ | হারাম বস্তু ও হারাম আমল | ২০৪ | | | |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# প্রথম ভাগ

# আকাইদ

# اَلْعَقَائِدُ

## প্রথম অধ্যায়

## আকাইদ ও দীন

## اَلْعَقَائِدُ وَالدِّيْنُ

### প্রথম পাঠ

### আকাইদের স্বরূপ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى حَبِيْبِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَنُوْرٍ مِنْ نُوْرِ اللهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَعِتْرَتِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَجَمِيعِ أُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْن.

**আকাইদের ধারণা ও গুরুত্ব**

আকাইদ (عَقَائِدُ) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন, একবচনে আকিদা (عَقِيْدَةٌ)। এর অর্থ বন্ধনসমূহ, বিশ্বাসমালা। যে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে, তাকে আকিদা (عَقِيْدَةٌ) বলে।

বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ ছাড়া কোনো চিন্তা, দর্শন ও কর্ম যথার্থভাবে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আমলকে যদি দেহ ধরা হয়, আকিদা তার প্রাণ। দেহ যেভাবে প্রাণ ছাড়া অকার্যকর, তেমনি সহিহ আকিদা ছাড়া আমলও মূল্যহীন। তাই ইসলামি শরিয়তে আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করাকে ফরজ করা হয়েছে। এক আল্লাহকে মানার মাঝে, যে শান্তি নিহিত তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা, মন মানসিকতায় স্থির করাই আকিদার মূল চেতনা।

প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর ইমানের স্বরূপ, পরিসর, তাঁর শান ও মান, আনিত জীবনব্যবস্থা, ফেরেশতা, অন্যান্য নবি-রসুল, আসমানি গ্রন্থসমূহ ও আখেরাতসহ মানবজীবনের চলার

দর্শন ও দিকনির্দেশনা কি হবে? তাই নির্দেশ করে আকাইদ। সে বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।

হযরত যুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেন-

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيْمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

অর্থ : আমাদের ভরপুর যৌবনে আমরা নবি করিম (ﷺ)-এর সাথে কাটিয়েছি। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ইমানের (আকাইদ) শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এরপর কুরআন শেখার মাধ্যমে আমাদের ইমান আরও মজবুত হয়েছে। (সুনানু ইবনে মাযাহ, ৬১)

**মুমিনের জীবনে সহিহ আকিদার প্রয়োজনীয়তা**

মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সুদৃঢ় ইমান ও সহিহ আকিদা। আকিদা খারাপ হলে আমল যত ভালোই হোক না কেনো তা নিষ্ফল। কুরআন মাজিদে উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন অর্জন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً .

অর্থ : যে কোনো নারী পুরুষ ইমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করবে, অবশ্যই আমি তাকে পবিত্র উন্নত সমৃদ্ধ জীবন দান করব। (সুরা নাহল, ৯৭)

এ আয়াতে নেক আমল করার জন্য ইমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্তেকালের পর কবরে মুনকার নকিরের প্রশ্নোত্তর হবে আকিদা সম্পর্কিত। তাই আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি ও রসুল, আসমানি কিতাব, আখেরাত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত নির্ভেজাল আকিদার অধিকারী ব্যক্তিই কেবল নাজাতের আশা করতে পারে। অন্যথায় সকল আমল হবে মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল।

**তাওহিদি আকিদার স্বরূপ**

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তার আগেও কেউ নেই, তার পরেও কেউ নেই। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র তিনিই। তিনি লা-শরিক, তার কোন শরিক নেই। তিনি অক্ষয় অব্যয়, তাঁর ক্ষয় নেই, লয় নেই, পতন নেই। তিনি নিজেই পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ – اَللّٰهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

অর্থ : বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। কারো মুক্ষাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়। (সুরা ইখলাস)

তিনি দেহ বিশিষ্ট নন এবং তিনি এমন সত্তা যিনি স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তিনি আকৃতি বিশিষ্ট নন, তিনি নিরাকার ও অসীম, রং ও বর্ণ হতে তিনি পবিত্র। তাঁর কোনো নযির নেই। তিনি বেমেছাল, কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। এক কথায়, জাত বা সত্তা, গুণাবলি, আইনগত অধিকার ও ইবাদত পাওয়ার একমাত্র মালিক হিসেবে আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাই তাওহিদি আকিদা। যার মূল ঘোষণা হলো–

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ .

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই।

তাওহিদি আকাইদই পারে মানুষকে ইহকালীন ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও মুক্তি উপহার দিতে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কিসের বিশুদ্ধতা ছাড়া আমল মূল্যহীন হয়ে যায়?

ক. ইমান খ. আকিদা

গ. ইলম ঘ. নিয়ত

২. আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কোন সুরায় বিশেষ বর্ণনা রয়েছে?

ক. সুরা ফালাক খ. সুরা নাস

গ. সুরা ইখলাস ঘ. সুরা কাউসার

৩. আকাইদের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে -

i. সকল নবি ও রসুল আল্লাহর প্রেরিত

ii. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

iii. আসমানি কিতাব সত্য ও সঠিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i I ii ঘ. i, ii I iii

আবদুস সালাম বললেন যে, তার ছেলে বিদেশ থেকে টাকা না দিলে তিনি মরে যেতেন।

৪. আবদুস সালামের বক্তব্যটি কিসের পরিপন্থি?

ক. আকিদা খ. আমল

গ. ইবাদত ঘ. ইলম

৫. এমতাবস্থায় আবদুস সালামের করণীয় হচ্ছে -

i. আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা

ii. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা

iii. ছেলের জন্য বেশি বেশি দোআ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জামাল নিয়মিত সালাত, সাওম আদায় করে। কিন্তু সে পুনরুত্থান সম্পর্কে বলে কীভাবে একজন মৃতব্যক্তি ধ্বংস হওয়ার পরে পুনরায় উত্থিত হবে? এটা অসম্ভব। তার বন্ধু কামাল তাকে বলল, তোমার এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলে শত আমল করেও লাভ নেই। কেননা, বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া আমল মূল্যহীন।

ক. عَقِيْدَةٌ শব্দের বহুবচন কী?

খ. তাওহিদি আকিদা কী?

গ. জামালের করণীয় কী? কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে বর্ণনা কর।

ঘ. কামালের মন্তব্যটি সঠিক কিনা? তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩০. কুরবানি করা
৩১. মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা
৩২. শরিয়তের হুকুম মেনে চলা
৩৩. কোনো কিছু গোপন না করে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া
৩৪. বিবাহের মাধ্যমে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা
৩৫. পারিবারিক হক আদায়
৩৬. পিতামাতার সেবা করা
৩৭. সন্তান সন্ততি লালন পালন করা
৩৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা
৩৯. মনিবের বা যার অধীনস্থ তার আনুগত্য করা
৪০. ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করা
৪১. জামাতবদ্ধ থাকা
৪২. হক্কানি আলেমদের অনুসরণ করা
৪৩. মানুষকে সংশোধন করা
৪৪. ভাল কাজে সহযোগিতা করা
৪৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা
৪৬. হদ্দ বা অপরাধের শাস্তি প্রদান করা
৪৭. হক প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা-সাধনা করা
৪৮. আমানত আদায় করা
৪৯. ঋণ পরিশোধ করা
৫০. প্রতিবেশির হক আদায় করা
৫১. লেন-দেনে উত্তম আচরণ করা
৫২. অপব্যয় না করে প্রয়োজন পূরণ করা
৫৩. সালামের জবাব দেওয়া
৫৪. হাঁচির জবাব দেওয়া
৫৫. মানুষের কষ্ট দূর করা
৫৬. তামাশা পরিহার করা
৫৭. কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া

## ইসলাম পবিত্র জীবনব্যবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও রসুল (ﷺ) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। যাতে রয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিধিবিধান। ইসলাম কোনো বিশেষ দল, গোষ্ঠী, জাতি, দেশ বা কোনো বিশেষ বর্ণের লোকদের জন্য আসেনি; বরং ইসলাম এসেছে সকল মানুষের জন্য। এ দীনের ভিত্তি আল্লাহর রহমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মূল হলেন প্রিয়নবি (ﷺ)। যাঁকে আল্লাহ রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

এ জীবনব্যবস্থার কিছু অংশ কেউ গ্রহণ করবে আবার কিছু অংশ বর্জন করবে, তার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন–

اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .

অর্থ : ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।

(সুরা বাকারা, ২০৮)

এ পবিত্র জীবনব্যবস্থায় জাগতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। মানুষকে ভালবাসা, পরধর্ম সহিষ্ণুতা, বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করা শিখিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামকে জানা ও তার বিধান মানা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

## ইলমুত তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

তাযকিয়া (تَزْكِيَة) তাযকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধ করা। যে জ্ঞান অর্জন করলে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক পূতপবিত্র হয়ে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুল (ﷺ)-এর নৈকট্য লাভ করা যায়, তাকে ইলমুত তাযকিয়া বলে।

তাযকিয়া ও তাসাউফের ইলম অর্জন করা ফরজে আইন। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শেখা ও আমল করা ফরজে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরজে আইন। মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসা করার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, তদ্রুপ আত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য শায়খ বা মোর্শেদের প্রয়োজন। যিনি আল্লাহ-রসুল ও সালেহ বান্দাগণের তরিকা মোতাবেক তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থ : সে ব্যক্তিই সফলকাম যে তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি লাভ করে, তাঁর রবের নামের যিকির করে এরপর সালাতে মনোনিবেশ করে। (সুরা আলা, ১৪-১৫)

আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাযকিয়া দ্বিতীয়, পর্যায়ে পরিশুদ্ধ অন্তর বা তাসাউফের সাথে যিকির করা এবং তৃতীয় পর্যায়ে পবিত্র অন্তরে সালাত আদায় করার কথা বলেছেন। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরে যিকির ও বাহ্যিক সালাত আদায় এ তিনটি কাজই একজন মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দীন শব্দের অর্থ কী?

ক. জীবনব্যবস্থা খ. চরিত্র গঠন

গ. ধর্ম পালন ঘ. আইন প্রণয়ন

২. দীনের মৌলিক দিক কয়টি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. ইলমুত তাযকিয়া বা তাসাউফের জ্ঞান অর্জনের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৪. ইসলাম একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যা–

i. শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করেছে

ii. মানুষকে ভালবাসা শেখায়

iii. পবিত্রতার বিধান শিক্ষা দেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

রাশেদ একজন ব্যবসায়ী। সে ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করে।

৫. রাশেদের কাজটি কিসের পরিপন্থি?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহসান ঘ. ইবাদত

৬. এমতাবস্থায় রাশেদের করণীয় হচ্ছে-

i. ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া

ii. প্রতারণা বন্ধ করা

iii. কৃত অপরাধের জন্য তওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাবেয়া ধার্মিক পরিবারের সন্তান। তাই সে নিয়মিত সালাত ও সাওম পালন করে। কিন্তু কলেজে পর্দা সহকারে চলাফেরা করে না। এমনকি বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দেয়। একদিন তার পিতা তাকে আড্ডারত অবস্থায় দেখতে পায়। সে বাড়িতে আসলে তিনি তাকে বললেন- তোমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মেনে চলা উচিত। কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ক. আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা কী?

খ. দীন ও আদ দীনের মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. রাবেয়ার কাজটি কেমন হচ্ছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাবেয়ার পিতার বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২. আলতাফ হোসেন একজন ধার্মিক লোক। তিনি সঠিক রূপে আমল করার জন্য একজন হক্কানি মোর্শেদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি নিয়মিত যিকির আযকার করেন। একথা শুনে আসলাম আলী তাকে বললেন, নিজে নিজে আমল করলেই তো হয়; আবার মোর্শেদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার প্রয়োজন কী?

ক. ইমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি?

খ. ইমান ও ইসলামের পরিচয় দাও।

গ. আলতাফ হোসেনের কাজটির গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আমলের পরিপূর্ণতার জন্য আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন' এ উক্তিটির আলোকে আসলাম আলীর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

সালাম খান জাহান আলি (রহ.)-এর মাযার যিয়ারত করতে গিয়ে দেখে একজন নারী বলেছেন- বাবা! আমাকে ছেলে দাও।

৪. উক্ত মহিলার প্রার্থনাটি কিসের পরিপন্থি?

ক. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَةِ খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْقُدْرَةِ

গ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِلْمِ ঘ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الدُّعَاءِ

৫. উদ্দীপকে বর্ণিত মহিলার উচিত ছিল-

i. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা

ii. আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা স্বীকার করা

iii. মাযারে কোনো কিছু চাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

সবুজ ও সাগর আল্লাহ তাআলার কুদরত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সবুজ বলল- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর আরশ সপ্তম আসমানে অবস্থিত। তিনি সেখানে বসে দুনিয়ার সকল কিছু পরিচালনা করেন। এ কথা শুনে সাগর বলল- আমি শুনেছি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সর্বত্র বিরাজমান আর তুমি বলছ তিনি আরশে রয়েছে।

ক. حَمَّالَةُ العرش কাদেরকে বলা হয়েছে?

খ. التوحيد فى الذات এর পরিচয় দাও।

গ. সবুজের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাগরের বক্তব্যটি কি সঠিক? কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## দ্বিতীয় পাঠ

# আত তাওহিদ ফিস সিফাত

# اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ

**আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের প্রতি ইমান**

আত তাওহিদ ফিস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصِّفَاتِ) বলতে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা বোঝায় যে, আল্লাহ তাআলা সকল প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত ও ভূষিত। মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে একক ও অদ্বিতীয়। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদী (রহ.)-এর মতে–

আল্লাহ তাআলার সিফাতে জাতিয়া (صِفَاتٌ ذَاتِيَةٌ) তথা সত্তাগত গুণাবলি আটটি। যথা–

**১. হায়াত :** আল্লাহ চিরঞ্জীব, অনাদি, অনন্ত, তিনি সমগ্র সৃষ্টির উৎস, যাকে ইচ্ছা অস্তিত্ব দান করেন।

**২. ইলম বা জ্ঞান :** আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে সমভাবে অবগত। তিনি عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ বা অন্তর্যামী।

**৩. ইচ্ছা ও সংকল্প :** তিনি নিজ ইচ্ছা ও সংকল্প মোতাবেক বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ .

অর্থ : যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।

(সুরা আল ইমরান, ২৬)

কুরআনে এসেছে– فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

অর্থ : তিনি তাই করেন যা ইচ্ছা করেন। (সুরা বুরুজ, ১৬)

**৪. কুদরত ও শক্তি :** বিশ্বলোকের গতি ও স্থিতি সবই আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতার অধীন।

**৫. শ্রবণ শক্তি :** سَمِيعٌ বা সর্বশ্রোতা হওয়ার গুণ একজনেরই তিনি হলেন মহান আল্লাহ। গোপনে, প্রকাশ্যে, ইশারা-ইঙ্গিতে সৃষ্টির সকল কথা আল্লাহ শুনতে পান।

**৬. দৃষ্টি শক্তি :** بَصِيرٌ অর্থ আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা। সৃষ্টির সবকিছু দেখেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে।

**৭. কালাম বা কথা :** আল্লাহ তাআলার কালাম অসীম যেমন তাঁর সত্তা অসীম। তাঁর কালাম কাদিম বা চিরন্তন। মাখলুক বা সৃষ্ট নয়।

**৮. তাকবিন (تَكْوِيْنٌ) বা সৃষ্টি ক্ষমতা :** আরশ-কুরসি, লৌহ-কলম, আসমান-জমিন সব কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এ ছাড়াও আল কুরআনে তাঁর মোট ৯৯ টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। এ ৯৯ টি গুণবাচক নাম তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. সিফাতে জামালি

খ. সিফাতে জালালি

গ. সিফাতে কামালি

বস্তুতঃ সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা যেমন এক-অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে গুণাবলি এবং সিফাতের মধ্যেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্তগুণে তাঁর কোনো শরিক, সমকক্ষ নেই। যে সমস্ত গুণাবলি আল্লাহ তাআলার নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রিয় হাবিবের জন্য ব্যবহার করেছেন। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলার সিফাত স্রষ্টা হিসেবে নিরঙ্কুশ। আর তাঁর হাবিবের সিফাত সৃষ্টি হিসেবে অনন্য ও আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সীমা-পরিসীমার সাথে সম্পৃক্ত।

**আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম**

আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নামসমূহ থেকে তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে কিছু নাম জেনেছ। বাকি নামগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. اَلْقُدُّوْسُ - অতি পবিত্র

২. اَلسَّلَامُ - শান্তিদাতা

৩. اَلْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তাবিধায়ক

৪. اَلْمُهَيْمِنُ - রক্ষক

৫. اَلْبَارِئُ - উদ্ভাবন কর্তা

৬. اَلْمُصَوِّرُ - রূপদাতা

৭. اَلْغَفَّارُ - অতি ক্ষমাশীল

৮. اَلْقَهَّارُ - মহাপরাক্রান্ত

৯. اَلْوَهَّابُ- মহাদাতা

১০. اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা

১১. اَلْفَتَّاحُ - বিজয়দাতা

১২. اَلْقَابِضُ - সংকোচনকারী

১৩. اَلْبَاسِطُ - সম্প্রসারণকারী

১৪. اَلْخَافِضُ - অবলম্বনকারী

১৫. اَلرَّافِعُ - উন্নতিদাতা

১৬. اَلْمُعِزُّ -সম্মানদাতা

১৭. اَلْمُذِلُّ -অপমানকারী

১৮. اَلْحَكَمُ - মীমাংসাকারী

১৯. اَلْعَدْلُ - ন্যায়নিষ্ঠ

২০. اَلْحَلِيْمُ - পরম সহনশীল

২১. اَلشَّكُوْرُ - গুণগ্রাহী

২২. اَلْكَبِيْرُ - শ্রেষ্ঠ

২৩. اَلْمُقِيْتُ - শক্তিদাতা

২৪. اَلْحَسِيْبُ - হিসাব গ্রহণকারী

২৫. اَلْجَلِيْلُ - মহিমান্বিত

২৬. اَلْكَرِيْمُ - অনুগ্রহকারী

২৭. اَلرَّقِيْبُ - তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক

২৮. اَلْمُجِيْبُ - আহ্বানে সাড়াদানকারী

২৯. اَلْوَاسِعُ - সর্বব্যাপ্ত

৩০. اَلْبَاعِثُ - পুনরুত্থানকারী

৩১. اَلْحَقُّ - সত্য

৩২. اَلْوَكِيْلُ - কর্মবিধায়ক

৩৩. اَلْقَوِيُّ-শক্তিধর

৩৪. اَلْمَتِيْنُ - মহাপরাক্রমশালী

৩৫. اَلْوَلِيُّ - অভিভাবক

৩৬. اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত

৩৭. اَلْمُحْصِيْ - পরিব্যাপ্ত

৩৮. اَلْمُعِيدُ - পুনঃসৃষ্টিকারী

৩৯. اَلْمُحْيِيْ- জীবনদাতা

৪০. اَلْمُمِيْتُ- মৃত্যুদাতা

৪১. اَلْوَاجِدُ- সর্বপ্রাপক

৪২. اَلْمَاجِدُ- মহীয়ান

৪৩. اَلْوَاحِدُ- একক

৪৪. اَلْقَادِرُ- ক্ষমতাবান

৪৫. اَلْمُقْتَدِرُ - প্রবল

৪৬. اَلْمُقَدِّمُ - অগ্রবর্তীকারী

৪৭. اَلْمُؤَخِّرُ - পশ্চাদবর্তীকারী

৪৮. اَلظَّاهِرُ - ব্যক্ত

৪৯. اَلْبَاطِنُ - গুপ্ত

৫০. اَلْمُتَعَالُ - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান

৫১. اَلْبَرُّ - কৃপাময়

৫২. اَلتَّوَّابُ - তওবা কবুলকারী

৫৩. اَلْمُنْتَقِمُ - দণ্ডবিধায়ক

৫৪. اَلْعَفُوُّ - ক্ষমাকারী

৫৫. اَلرَّؤُوْفُ - দয়ার্দ্র

৫৬. مَالِكُ الْمُلْكِ - বিশ্বের অধিপতি

৫৭. اَلْمُقْسِطُ - ন্যায়পরায়ণ

৫৮. اَلْجَامِعُ - একত্রকারী

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে?

ক. সমাজ খ. রাষ্ট্র

গ. জনগণ ঘ. আল্লাহ

২. কে খোদায়ি দাবি করেছিল?

ক. কারুন খ. হামান

গ. ফেরাউন ঘ. কিনান

৩. আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন -

i. সৃষ্টি জগতের রব

ii. সকল ক্ষমতার মালিক

iii. নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার হকদার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

আসাদ সাহেব চেয়ারম্যান প্রার্থী। তিনি মনে করেন জনগণই তাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন। এতে আল্লাহর কোনো ক্ষমতা নেই।

৪. আসাদ সাহেবের ধারণায় কোন তাওহিদের লঙ্ঘন হচ্ছে–

ক. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الذاتِ খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الصفات

গ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِلْمِ ঘ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الحقوق

৫. আসাদ সাহেবের বিশ্বাস করা উচিত -

i. সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

ii. আল্লাহ ক্ষমতা দানকারী

iii. জনগণই ক্ষমতার মালিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

নজির আহমদ একজন সরকারি কর্মচারী। তার উপার্জনে সংসার চালানো বেশ কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝেই তিনি বেআইনি পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। একদিন তার বৃদ্ধ পিতা তাকে ডেকে বললেন, 'বাবা! তুমিতো একজন মুসলমান। মুসলমান হিসেবে সৎভাবে জীবন যাপন করা তোমার কর্তব্য। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রাখ।'

ক. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা কী?

খ. اَلتَّوْحِيْدُ فِى الحقوق বলতে কী বুঝ? লেখ।

গ. নজির আহমেদের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নজির আহমেদের পিতার পরামর্শটি তুমি কি সমর্থন কর? মতামতের পক্ষে প্রমাণ দাও।

## চতুর্থ পাঠ

# আত তাওহিদ ফিল ইবাদত

# اَلتَّوْحِيْد فِى الْعِبَادَاتِ

### ইবাদতের পরিচিতি

اَلْعِبَادَاتُ শব্দটি اَلْعِبَادَةُ শব্দের বহুবচন। শব্দটি عَبْدٌ থেকে নির্গত। عَبْدٌ এর অর্থ চরম বিনয়ের সাথে অনুগত হওয়া। اَلْعِبَادَةُ অর্থ اَلذِّلَّةُ বা আনুগত্য, দাসত্ব ইত্যাদি।
পারিভাষিক অর্থে ইবাদত হলো–

اَلْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالُ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ .

অর্থ: মুহাব্বত, বিনয় ও ভয়ের সাথে আনুগত্য করার নাম ইবাদত।

পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বত, সর্বোচ্চ বিনয় ও চরম ভয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বলা হয়। মানব জাতির প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মানব জাতি! তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে; যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো। (সুরা বাকারা, ২১)

জিন-ইনসান, পশু-পাখি, গাছ-পালা, লতা–গুল্ম, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সিন্ধু-মহাসিন্ধু, আকাশ-বাতাস, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র, নেবুলা, ছায়াপথ, আরশ-কুরসি, লাওহ কলম, ফেরেশতাসহ সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। স্রষ্টা, মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি ও রব হিসেবে তিনিই একমাত্র হকদার ইবাদত পাওয়ার; অন্য কোনো সৃষ্টি ইবাদতের অধিকারী হতে পারে না। কুরআনে এসেছে–

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ .

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তাই তোমরা তারই ইবাদত করো। (সুরা আনআম, ১০২)।

## ইবাদতের স্তরসমূহ

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা প্রত্যেক বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য। নিয়ত ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বান্দাদের মধ্যে কেউ ইবাদত করে জান্নাতের আশায় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য, কেউ ইবাদত করে বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য, আবার কেউ ইবাদত করে আল্লাহর মুহাব্বত ও সন্তুষ্টির জন্য। এ দৃষ্টিকোণে ওলামায়ে কেরাম ইবাদতকে নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে বিন্যাস করেছেন-

**প্রথম স্তর :** জান্নাত লাভের আশায় ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত করা।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থ : তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সুরা সাজদা, ১৬)

**দ্বিতীয় স্তর :** বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য ইবাদত করা।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ : হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সুরা বাকারা, ২১)

**তৃতীয় স্তর :** আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করা। এটিই সর্বোত্তম ইবাদত।
যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

অর্থ : আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে। (সুরা বাইয়্যেনাহ, ৫)

শুদ্ধ ইবাদত হলো বান্দা হিসেবে আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহর মহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদত করা। নবী-রসুল (ﷺ) ও সালফে সালেহীনগণের ইবাদত ছিল শুদ্ধ ও সর্বোচ্চ স্তরের ইবাদত। তারা আল্লাহ তাআলাকে যেমনি ভালোবাসতেন, তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁরা ছিলেন অধিক বিনয়ী।

এক কথায় বলা যায়, আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও মালিকানাকে শতকরা একশভাগ মেনে নিয়ে তাঁর নৈকট্য লাভের যতগুলো বৈধ উপায় উপকরণ আছে তা গ্রহণ করাই ওসিলা। আল্লাহ তাআলার নিয়মই হলো তিনি সরাসরি সবকিছু করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো মাধ্যম ছাড়া কিছু দেন না। তাই নিজেই (وَ ابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ) ওসিলা অন্বেষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.العبادات শব্দটির একবচন কী?

ক. العبادة খ. العبدة

গ. العبودية ঘ. العبيدة

২. ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কোনটি?

ক. ইখলাস খ. তাহারাত

গ. তাকওয়া ঘ. তাযকিয়া

৩. বান্দা ইবাদত করবে -

i. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

ii. নিজের খেয়াল-খুশি মতো

iii. আল্লাহর ভয় ও বিনয় সহকারে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

শফিক সালাত আদায় না করলে তার বাবা তাকে প্রহার করে। এ ভয়ে সে নিয়মিত সালাত আদায় করে।

৪. শফিকের সালাতে কোন বিষয়টি অনুপস্থিত

ক. তাহারাত খ. ইখলাস

গ. তাযকিয়া ঘ. তা'দীল

৫. শফিকের করণীয় হচ্ছে-

i. আল্লাহর হুকুম পালন করা

ii. একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করা

iii. বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুর রহমান একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। বিভিন্ন নেক আমলের প্রতি তাঁর ঝোঁক আছে।একদিন কুরআন তেলাওতের পর তিনি ওসিলা দিয়ে দোআ করেন। আবদুল গণি তার বাড়িতে এই দৃশ্য দেখে বললেন- ওসিলা দিয়ে দোআ করা শিরক। আল্লাহ তাআলা কি এমন যে, তার কাছে ওসিলা দিয়ে চাইতে হবে। প্রত্যুত্তরে আবদুর রহমান বললেন- রসুল (ﷺ) ও নেককার বান্দাগণ এভাবেই দোআ করেছেন।

ক. العبادة শব্দের অর্থ কী?

খ. ইবাদতের সাথে মহব্বত কেন প্রয়োজন? লেখ।

গ. আবদুর রহমানের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর?

ঘ. আবদুল গণির মত কি গ্রহণযোগ্য? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## পঞ্চম পাঠ

# আশ শিরক বিল্লাহ

# اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ

### শিরকের পরিচয় ও পরিণতি

শিরক (اَلشِّرْكُ) শব্দের অর্থ শিরক করা বা অংশীদারিত্ব। خَلَطُ الْمَلِكَيْنِ তথা একটি বস্তুর মালিকানায় দু জনের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর যে শিরক করে, তাকে মুশরিক (مُشْرِكٌ) বলে।

পরিভাষায় اَلْمُشْرِكُ বলা হয়–

مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اَيْ جَعَلَ لَهُ شَرِيْكًا فِيْ مُلْكِهِ

অর্থ : যে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় অন্য কারো অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করলো, সে মুশরিক।

আল্লাহ তাআলা শিরক থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

অর্থ : শিরক করো না, অবশ্যই শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম। (সুরা লুকমান, ১৩)

শিরক প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيْدًا.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না এবং আল্লাহর সাথে শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সুরা নিসা, ১১৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

অর্থ : মুশরিকরা অপবিত্র। (সুরা তাওবা, ২৮)

তাই মানুষ মাত্রই শিরক থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা চালাতে হবে।

### শিরকের প্রকার

শিরক দু প্রকার। যথা–

(১) শিরকে আকবার ও (২) শিরকে আসগার।

(১) শিরকে আকবার (اَلشِّرْكُ الْاَكْبَرُ) তথা সবচেয়ে বড় শিরক। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করা। এ প্রকার শিরককে اَلشِّرْكُ الْجَلِيُّ বা প্রকাশ্য শিরকও বলা হয়।

(২) শিরকে আসগার (اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ) বা ছোট শিরক। ইবাদতের মধ্যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য শামিল রাখা।

## শিরকে আকবারের প্রকার

শিরকে আকবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা–

১। اَلشِّرْكُ فِي الذَّاتِ বা সত্তাগত অংশীদারিত্ব। আল্লাহ তাআলার সত্তার মত কাউকে বা কোনো শক্তিকে মনে করা।

২। اَلشِّرْكُ فِي الصِّفَاتِ বা গুণাবলিতে শিরক। আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মতো অন্য কারো গুণাবলি আছে এ আকিদা পোষণ করা।

৩। اَلشِّرْكُ فِي الْحُقُوْقِ বা আল্লাহর অধিকারে কাউকে শরিক করা (সৃষ্টি)। সৃষ্টিজগত পরিচালনায় আইন প্রণয়নের অধিকারে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা।

৪। اَلشِّرْكُ فِي الْعِبَادَاتِ বা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ)-এর নাফরমানী করে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা।

শিরকে আকবার বা বড় শিরকের ফলে যে গুনাহ হয়, তাওবা ছাড়া তা মাফ হয় না। শিরকে আকবার বা শিরকে জলি আকিদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাওবা করে ইমানকে শিরকমুক্ত করতে না পারলে নিজেকে ইমানদার দাবি করা যায় না।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরিচয় দিয়ে বলেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং ইমানের সাথে যুলুম তথা শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।

(সুরা আনআম, ৮২)

শিরকে আকবারের পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوَاهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ : নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সুরা মায়িদাহ, ৭২)

ফেরেশতাগণ সদা-সর্বদা প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পড়ায় রত থাকেন। ফেরেশতাগণ যে নুরের সৃষ্টি এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

خُلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُّوْرٍ وَّ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ وَّ خُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

অর্থ : ফেরেশতাগণকে নুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা তোমাদের সামনে বর্ণিত হয়েছে।

(সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ)

এক কথায় বলা যায়, ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি ও আল্লাহর অনুগত সৃষ্টি। তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ইমান বিরোধী। অনুরূপভভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা ও অবতার ইত্যাদি বলা যাবে না।

## জিনের পরিচয়

জিন (اَلْجِنُّ) শব্দের অর্থ গোপন থাকা, চোখের আড়াল হওয়া, জিন জাতি। পরিভাষায় জিন হলো–

اَلْجِنُّ جِسْمٌ نَارِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِاِشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّي الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ يُذَكَّرُ وَ يُؤَنَّثُ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنَامُ وَمُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ.

অর্থ : জিন আগুনের তৈরি এমন অস্তিত্বের নাম, যারা কুকুর ও শূকরসহ সকল আকৃতি ধারণ করতে পারে। তারা পুরুষ ও নারী, পানাহার করে, ঘুমায় এবং শরিয়তের বিধানের আওতাভুক্ত।

**জিন জাতি দু প্রকার**। যথা–

(ক) শায়াতিন, যারা ইবলিসের মতো খোদাদ্রোহী।

(খ) সালেহিন, যারা ইমানদার।

তাদের একটি দল প্রিয়নবি (ﷺ)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন মাজিদে সুরা আল জিনে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। জিন মানুষের শরীরে ভর করে এ কথাও সত্য।

## ফেরেশতা ও জিনের মধ্যে পার্থক্য

১। ফেরেশতারা নুরের তৈরি আর জিনেরা আগুনের তৈরি।

২। ফেরেশতাগণের আমলের হিসাব নেই কিন্তু জিনদের হিসাব নেওয়া হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত, ৫৬)

৩। ফেরেশতাদের মধ্যে ভালো-মন্দের বিষয় নেই। কিন্তু জিন জাতির মধ্যে ভালো-মন্দ রয়েছে।

**উল্লেখযোগ্য ফেরেশতাগণ ও তাদের কাজ**

আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের মধ্যে একদল রয়েছেন, যাদেরকে مُقَرَّبُوْنَ (মুকাররাবুন) বলা হয়। এদের সংখ্যা সত্তরজন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চারজন বড় বড় দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা হলেন-

**১। হযরত জিবরাইল (عليه السلام):** তাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো, আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নবি-রসুলগণের নিকট পৌঁছানো। এছাড়াও আল্লাহ যখন যা নির্দেশ প্রদান করেন, তা কর্তব্যরত ফেরেশতাগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া।

হযরত জিবরাইল (عليه السلام)-এর ছয়শত পাখা রয়েছে। তিনি রাসুলে পাক (ﷺ)-এর দরবারে কখনো কখনো হযরত দাহিয়াতুল কালবি (رضي الله عنه)-এর আকৃতি ধারণ করে আসতেন। আল কুরআনে তাকে اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ হিসেবে খেতাব করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ

অর্থ : বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাইল একে নিয়ে এসেছেন আপনার অন্তরে, যাতে আপনি সর্তককারী হতে পারেন। (সুরা শুআরা ১৯৩-১৯৪)

**২। হযরত মিকাইল (عليه السلام):** তার দায়িত্ব হলো সৃষ্টি জগতের জন্য আহারাদি, ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করা, সকল জীবের জীবিকা বণ্টন করা।

**৩। হযরত ইসরাফিল (عليه السلام):** তিনি শিংগায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে শিংগায় ফুঁক দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হবে।

**৪। হযরত আযরাইল (عليه السلام):** কুরআন ও হাদিসে তাকে مَلَكُ الْمَوْتِ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি সকল জীবের রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন যারা তা হলেন–

৫। জান্নাতের যিম্মাদার, যার নাম রেদওয়ান (رِضْوَانٌ)।

৬। জাহান্নামের রক্ষক, যার নাম মালেক (مَالِكٌ)।

৭। একদল ফেরেশতা আছেন, যারা আল্লাহর আরশ বহন করেন। যাদেরকে حَمَّالَةُ الْعَرْشِ বা আরশ বহনকারী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন–

وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ .

অর্থ : আট জন ফেরেশতা তাদের রবের আরশকে নিজেদের উপর ধারণ করবে।

(সুরা আল হাককা, ১৭)

৮। মহান আরশের আশে পাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছেন, যাদের মুকাররাবুন (مُقَرَّبُوْنَ) বলা হয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.আল কুরআনের কয়টি আয়াতে الملائكة সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?

ক. ৮৫ টি খ. ৮৬ টি

গ. ৮৭ টি ঘ. ৮৮ টি

২. সৃষ্টি জগতের জন্য জীবিকা বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ফেরেশতা?

ক. হযরত জিবরাইল (عليه السلام) খ. হযরত মিকাইল (عليه السلام)

গ. হযরত ইসরাফিল (عليه السلام) ঘ. হযরত রিদওয়ান (عليه السلام)

৩. ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা–

i. আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত

ii. প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পাঠে ব্যস্ত

iii. পানাহার ও ঘুম থেকে মুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

জুয়েল ইহুদীদের একটি বই পড়ে বলে ফেরেশতারা হচ্ছে প্রকৃতির সন্তান।

৪. জুয়েলের বক্তব্যটি কোন ধরণের মতবাদ?

ক. কুফরি খ. নিফাকি

গ. ফুসুকি ঘ. বিদআতি

৫. এমতাবস্থায় জুয়েলের করণীয় হচ্ছে–

i. ইসলামি আকিদার বই পড়া

ii. ফেশেতাদের সম্পর্কে জানা

iii. উক্ত বক্তব্য বর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

সাবের ও আবির হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ সাবের রাস্তায় হোঁচট খেয়েও পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। আবির তাকে উদ্দেশ্য করে বলল- আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সাথে কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন যাঁরা তাকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন। এ কথা শুনে সাবের বলল, কোথায় ফেরেশতা? আজ পর্যন্ত একবারও তো দেখলাম না।

ক. الملائكة শব্দের অর্থ কী?

খ. জিন ও ফেরেশতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর?

গ. উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাবেরের করণীয় কী? ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা কর।

ঘ. আবিরের বক্তব্যের সত্যতা দলিল দ্বারা প্রমাণ কর।

## নবি (ﷺ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম

দরুদ শরিফ (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মহান আল্লাহ নিজে যে কাজটি করেন, ফেরেশতাগণ সদা-সর্বদা যে দরুদে মশগুল থাকেন, মুমিনদেরকে এ কাজ করার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। দরুদ পাঠ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ : নিশ্চই আল্লাহ তাঁর নবির উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহর নবির শান ও মান বর্ণনা করছেন। হে মুমিনগণ! তাঁর উপর তোমরা দরুদ পাঠাও এবং (তা'যিম ও ভক্তির সাথে) সালাম দাও। (সুরা আহযাব, ৫৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) বলেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ.

অর্থ : যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার উপর সত্তরটি রহমত বর্ষণ করবেন এবং ফেরেশতারা সত্তরবার ঐ পাঠকের মাগফিরাত কামনা করবেন। যে বান্দা চাইবে এই ফযিলতপূর্ণ কর্ম কম করবে অথবা যে চাইবে বেশি করবে (এটা তার বিষয়)।

(মুসনদে আহমদ, ২/১৭২)

হযরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর উপর দরুদ না পড়া পর্যন্ত সকল দোআ প্রত্যাখ্যাত থাকে (কবুল হয় না)।

(তাবারানি ও আওসাত)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পড়া ভুলে যায়, সে জান্নাতের পথ ভুলে যায়।

(ফয়যুল কাদের-২/১২৭, নাদরুতুন নাঈম-১/৫৭০)

প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।

## রসুল (ﷺ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা রসুলে আকরাম (ﷺ)-কে رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (রহমাতুললিল আলামিন) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন–

وَ مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সুরা আম্বিয়া, ১০৭)

মহানবি (ﷺ)-কে যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِه وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.

অর্থ : হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শক ও আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি। (সুরা আহযাব, ৪৫-৪৬)

এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী রসুলে আকরাম (ﷺ) সাক্ষ্য দেবেন হক ও বাতিলের, সত্য ও মিথ্যার। দীন পালনকারী ইমানদার লোকদের জন্য তিনি পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেবেন আর বেইমান ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাবেন। তাঁর আহবান থাকবে আল্লাহর দিকে। তিনি হবেন চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী দেদীপ্যমান সূর্যের মতো। অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের সব অন্ধকার তাঁর ওসিলায় দূর হয়ে যাবে। তিনি মানবতার জন্য নুর বা আলো। আলোতে যেভাবে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন হবে আলোকিত, তদ্রুপ অন্তর হবে নুরে ঝলমল। কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৃষ্টির অবস্থা অবলোকন করবেন এবং আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন।

প্রিয়নবি (ﷺ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রধান চারটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলি তাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও তারা পূর্বে প্রকাশ্য গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। (সুরা আলে ইমরান, ১৬৪)

## রসুলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ ছিলেন তবে আমাদের মতো নন

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) একজন মহামানব এটাই মহাসত্য। তিনি কোনো ফেরেশতা বা জিন ছিলেন না। মানুষের মর্যাদা ফেরেশতা বা জিন থেকে অনেক উর্ধ্বে। তবে তিনি অতুলনীয় মহামানব। আল্লাহ তাআলা যেমনই স্রষ্টা হিসেবে অনন্য তেমনি মহানবি (ﷺ) সৃষ্টি জীবের মধ্যে অনন্য। কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা শিরক যা মারাত্মক যুলুম। আবার কোনো সৃষ্টিকে রসুল (ﷺ)-এর সাথে তুলনা করার অর্থ হলো তাঁর মান ও মর্যাদাকে খাটো করা। এ জন্যই বলা হয়–

اِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ

অর্থ : রসুল (ﷺ)-কে তুচ্ছ করা, যা সর্বসম্মতভাবে কুফরি।

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবিব (ﷺ)-কে নিজে বাশার বলেননি বরং তার হাবিবকে বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় দিতে বলেছেন এভাবে–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

অর্থ : বলুন হে নবি! আমি তোমাদের মতো একজন মানুষই, তবে আমার উপর ওহি অবতীর্ণ হয়। নিশ্চিতভাবে তোমাদের ইলাহ মাবুদ একজনই। (সুরা কাহাফ, ১১০)

যারা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে না করে অন্য কোনো সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত মনে করে এ আয়াতে তাদের সঠিক জবাব দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে রসুলগণ মানব জাতি থেকেই প্রেরিত হয়েছেন। পূর্ববর্তী অনেক জাতি আল্লাহর সাথে শিরক করে ধ্বংস হয়েছে। তাই মুসলমানদের শিরকযুক্ত আকিদা থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।

আবার যুগে যুগে নবি রসুলগণকে তাদের সৃষ্টি ও গুণগত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে সমাজের বড় লোক, মোড়লসহ অহংকারিরা তাঁদেরকে সাধারণ মানুষই শুধু মনে করেনি বরং তাদেরকে আরো হীন তুচ্ছ মনে করে বলতো–

اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

অর্থ : এটাতো বাশার বা সাধারণ মানুষের কথা।

اَ بَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهٗ

অর্থ : সে কি! আমাদের মতো মানুষ যে, তাকে আমরা অনুসরণ করবো?

مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

অর্থ : রসুল (ﷺ) আমাদেরই মতো মানুষ।

এসব কথাই ছিলো কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে তুচ্ছ করার গালি স্বরূপ। ইমাম রাগিব বলেন–

لَمَّا اَرَادَ الْكُفَّارُ الْفَضَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اِعْتَبَرُوْا ذٰلِكَ.

অর্থ : কাফিরেরা যখন নবিদের শান-মানকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করতো তখনই بَشَرٌ পরিভাষাটি ব্যবহার করতো।

আল্লাহ তাআলা এজন্যই তার প্রিয়নবি (ﷺ)-কে জানিয়ে দিতে বলেছেন, আমি তোমাদের মতো মানুষ। তবে পার্থক্য আমি সাধারণ মানুষ নই আমার উপর ওহি অবতীর্ণ হয়।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুলল্লিল আলামিন (ﷺ)-কে সাধারণ মানুষ মনে করে যদি তার আনুগত্য করা হয়, তা হবে তাঁর মর্যাদা ও শানের খেলাফ। সাধারণ মানুষ মনে করা ছিলো কাফির মুশরিকদের আকিদা। কাফির নেতারা সাধারণ জনগণকে বলতো–

وَ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

অর্থ : আর যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তো তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সুরা মুমিনুন, ৩৪)

অথচ রসুলে করিম (ﷺ) নিজেই বলেন-

اَيُّكُمْ مِّثْلِيْ ؟

অর্থ : তোমাদের কে আছো আমার মতো?

অন্য হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন-

لٰكِنِّيْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ .

অর্থ : কিন্তু আমি তোমাদের কারো মতো নই।

রসুলে করিম (ﷺ) এমন সত্তা, যার সামনে জোরে কথা বললে বা বেয়াদবি করলে জীবনের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়। কুরআনের ভাষায়–

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ.

অর্থ : তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, আর তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।

(সুরা আল হুজুরাত, ২)

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

জগতপুর কলোনীর লোকজন বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িত। একদা মাওলানা আকরাম সাহেব কলোনীর লোকজনকে ইসলামি বিধান পালনের জন্য আহবান করেন।

৪. মাওলানা আকরাম সাহেবের কাজটি কাদের দায়িত্বের প্রকাশ করে?

ক. ফেরেশতা খ. নবি-রসুল

গ. রাষ্ট্রপ্রধান ঘ. জ্ঞানী লোকের

৫. উক্ত আহবানের ফলে-

i. কলোনীতে সুষ্ঠুসমাজ গঠন হবে

ii. ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন হবে

iii. তিনি নেতৃত্ব লাভ করতে পারবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

নাসের সাহেব আমলের প্রতি অতি উৎসাহী। তাই তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নত পালনের প্রতি অতি যত্নবান। মাজেদ সাহেব তাকে বললেন- আপনি সুন্নতের প্রতি এত গুরুত্ব দেন কেন? শুধু ফরযগুলো আদায় করলেইতো হয়। প্রত্যুত্তরে নাসের সাহেব বলেন, রসুল (ﷺ)-এর মহব্বত ছাড়া নাজাত আশা করা যায় না। আর সুন্নত পালনের মাধ্যমেই রসুল (ﷺ)-এর মহব্বত হাসিল করা যাবে।

ক. نبي শব্দের অর্থ কী?

খ. রসুল কাকে বলে?

গ. নাসের সাহেবের কাজটির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. মাজেদ সাহেবের উক্তিটি কি সঠিক? কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

## দ্বিতীয় পাঠ

# আহলে বাইতের প্রতি আকিদা

# اَلْعَقِيْدَةُ حَوْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ

### আহলে বাইতের পরিচয়

আহলে বাইত বলতে নবি পরিবারকে বোঝায়। আহলে বাইতকে মহব্বত করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইমানের অংশ। ইমানের সত্তরের অধিক শাখার মধ্যে একটি হলো–

حُبُّ آلِ الرَّسُوْل ﷺ বা রসুলের বংশধরকে ভালোবাসা।

আহলে বাইতের পরিচয় সম্পর্কে প্রিয়নবি (ﷺ)-এর নিজেই বলেন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا ﷺ فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ ﷺ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর পালক সন্তান হযরত ওমর ইবনে আবি সালামা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে সালমা (ﷺ)-এর ঘরে অবস্থানকালীন সময়ে যখন প্রিয়নবি (ﷺ)-এর উপর এ আয়াত নাযিল হয়, 'হে আহলে বাইত! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে (সুরা আহযাব- ৩৩)।' তখন প্রিয়নবি (ﷺ) হযরত ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (ﷺ)-কে ডেকে একটি কম্বলে আবৃত করে নিলেন। হযরত আলি (ﷺ) তখন তাঁর পশ্চাতে ছিলেন, তাঁকেও আবৃত করে নিলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ ! এরা আমার আহলে বাইত। তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন আর তাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখুন। (তিরমিযি-৫/৩৫১, মুসনদে আহমদ-৬/২৯২)

এ হাদিস প্রমাণ করে প্রিয়নবি (ﷺ)-এর আহলে বাইত ছিলেন পাক-পাঞ্জাতন বা পবিত্র পাঁচ অস্তিত্ব। আর তাঁরা হলেন প্রিয়নবি (ﷺ), হযরত আলি, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান, হযরত

হুসাইন (رضي الله عنهما)। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ, কতক সাহাবায়ে কেরাম হুজুরের পরিবারভুক্ত, তারাও আহলে বাইতের অংশ। তাদের মর্যাদা অতুলনীয়।

পরবর্তী যুগে যুগে জন্ম গ্রহণকারী নবির বংশের লোকগণও সম্মানীয় ও বরণীয়। তাঁদেরকে মহব্বত করার তাকিদও হাদিসে এসেছে।

## আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সম্মান করা ফরজ। তাঁর আহলে বাইতকে সম্মান করা, মহব্বত করা ইমানের অংশ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থ : হে নবি পরিবার! আল্লাহতো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (সুরা আহযাব, ৩৩)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন –

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

অর্থ : বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে আমার নিকটাত্মীয়দের সৌহার্দ্য ব্যতীত আর কোনো প্রতিদান চাই না। (সুরা শুরা, ২৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন-

إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُؤْذِينِى مَا آذَاهَا

অর্থ : নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার প্রাণের টুকরা, তাঁকে যে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।
(সহিহ মুসলিম, ৭/১৪০)

হযরত আলি (رضي الله عنه) সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ

অর্থ : তুমি আমি হতে আর আমি তোমার হতে। (সহিহ বুখারি, ২/২১০)

হযরত হাসান ও হুসাইন (ﷺ) সম্পর্কে বলেন– اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি হাসান ও হুসাইনকে অন্তর দিয়ে মহব্বত করি। সুতরাং, আপনিও তাঁদেরকে ভালোবাসুন। (তিরমিযি শরিফ)

এককথায় বলা যায়, প্রিয়নবি (ﷺ)-এর আহলে বাইতকে সম্মান করা প্রিয়নবি (ﷺ)-কেই সম্মান করার শামিল। আর তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া প্রিয়নবি (ﷺ)-কেই কষ্ট দেওয়ার শামিল।

## খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

খোলাফা (اَلْخُلَفَاءُ) শব্দটি خَلِيْفَةٌ শব্দের বহুবচন। خَلِيْفَةٌ শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী, পরে আগমনকারী, প্রতিনিধি।

দীনের মূলনীতিতে خِلَافَةٌ عَلٰى مَنْهَجِ النُّبُوَّةِ 'নবুওয়াতী ধারার খেলাফত' একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা প্রিয়নবি (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নবুওয়াতী ধারার নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদা বা খলিফাতুল মুসলিমীন বলা হয়।

প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

وَاَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثِرُوْنَ

অর্থ : আমার পরে কোনো নবি নেই, তবে আমার পরে অনেক খলিফা হবে। (রিয়াদুস সালেহিন, ২৯৮)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

অর্থ : তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

এ হাদিসে খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজনকে বোঝায়। তারা হলেন–

১। সিদ্দিকে আকবার আবু বকর (رضي الله عنه)

২। ফারুকে আযম ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه)

৩। ওসমান যুন্নুরাইন (رضي الله عنه)

৪। আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব (رضي الله عنه)।

৫। কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন বিশ্বকোষ কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল গবেষক গবেষণা চালালেও তার গূঢ়রহস্য পূর্ণভাবে উদঘাটন করা সম্ভব হবে না।

৬। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকদিশারি এই কুরআন। বিজ্ঞান যতটুকু অগ্রসর হবে এ কুরআন তত আধুনিক গ্রন্থ হিসেবে বিকশিত হবে।

৭। সমগ্র মানবতার জন্য হিদায়াত বা পথ নির্দেশক هُدًى لِّلنَّاسِ বলা হয়েছে কুরআনকে। মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, স্থান, কাল, পাত্র, যুগ-যামানার পরিবেশ, পরিস্থিতি সকল পর্যায়ে কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা মানব রচিত কোনো আইন ও বিধানে সম্ভব নয়।

## আল কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস

মানুষ ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্য সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল শাখার জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বকোষ। এ কুরআন সন্দেহাতীত। শুরুতেই আল্লাহ বলেন–

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ

অর্থ : এ কিতাবে সন্দেহের অবকাশ নেই। (সুরা বাকারা, ২)

পার্থিব ও পারলৌকিক এমন কোনো জ্ঞান নেই, যা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। এ জন্য আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আমি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত।

(সুরা আল ফুরকান- ৮৯)

অতীতে মুসলিম জাতির উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার পেছনে চালিকা শক্তি ছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আর প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি তা'যিম ও মুহাব্বত।

ড. আল্লামা ইকবাল তাই বলেছিলেন–

وہ زمانے مین معزز تہے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

'মুসলমানের তরেই তখন সে যুগ করিত গর্ববোধ

কুরআন ছেড়ে এখন হয়েছ যুগ কলঙ্ক, হায় অবোধ।'

کی محمد سے وفا تونے توهم تیرے ہین

یہ جهان چیزہے کیا لوح و قلم تیرے ہین

'মুহম্মদেরে ভালোবাস যদি, ভালোবাসা পাবে তবে আমার

লওহ-কলম লভিবে তোমার মাটির পৃথিবী সে কোন ছার।'

বস্তুতঃ সন্দেহমুক্ত, নির্ভেজাল, সর্বাধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সুদক্ষ হতে, প্রযুক্তি ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন করতে এবং বিশ্বনেতৃত্ব করায়ত্ব করতে এ কুরআনই আমাদের একমাত্র দিশারি, যার কোনো বিকল্প নেই।

## আল কুরআন সঠিক পথের নির্দেশক

আল কুরআন আল্লাহর কালাম। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রের পথ নির্দেশক এ কুরআন। আল্লাহ তাআলা নিজেই এ কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থ : নিশ্চই তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে নুর (জ্যোতি) তথা মুহাম্মদ (ﷺ) এবং স্পষ্টবাদী কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন লোকদের শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তিনি নিজ দায়িত্বে তাদেরকে (কুফর ও শিরকের) অন্ধকার থেকে (ইমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল সহজ পথ প্রদর্শন করেন। (সুরা মায়েদা, ১৫-১৬)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللّٰهِ، وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা সে দুটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হলো : আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নত।

(মুআত্তা- ইমাম মালিক)

সমগ্র জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধান রয়েছে আল-কুরআনে।

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন–

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءَ

অর্থ : তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না। (সুরা আরাফ, ৩)

কুরআনই হবে মুসলমানদের আইন ও সংবিধানের মূলমন্ত্র। এটাই আল কুরআনের বিশ্বাস ও ইমানের দাবি। এর মাধ্যমেই রয়েছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতি।

### কুরআনকে বিদ্রূপ করার পরিণাম

কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকু বিশ্বাস করাই ইমান। কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন, তার জ্ঞান অর্জন, তার আদেশ নিষেধ বাস্তবায়ন প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ। এ ফরজকে অস্বীকারকারী বা বিদ্রুপকারী ইমানদার হতে পারে না। কুরআনের কিছু অংশ মেনে আমল করা কিছু অংশ বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন –

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্য থেকে যারা এরূপ করবে তাদের প্রতিফল হলো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

(সুরা বাকারা, ৮৫)

কুরআনের নির্দেশ না মানা কবিরা গুনাহ। কিন্তু কুরআনকে বিদ্রূপ করা কুফুরী, যার শাস্তি জাহান্নাম।

## বোঝার জন্য কুরআন অবতরণ

কুরআন এসেছে হেদায়েতের জন্য, হক-বাতিলের পার্থক্য নিরূপণের জন্য। কুরআনের এক নাম ফুরকান (اَلْفُرْقَانُ) বা পার্থক্যকারী। কুরআন এসেছে (حَيَاةً طَيِّبَةً) পবিত্র, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সুন্দর ও সুখময় জীবন উপহার দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً

অর্থ : নারী বা পুরুষ ইমানদার যদি যথাযথভাবে নেককাজ সম্পাদন করে, আমি অবশ্যই অবশ্যই তাকে পবিত্র, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল জীবন দান করব। (সুরা আন নাহল, ৯৭)

এ সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক জীবন লাভের জন্য পথ নির্দেশক কুরআনকে জানতে, অনুসরণ করে দুনিয়াবি জীবনে বাস্তব আমলে পরিণত করতে হবে। তাই প্রথমে কুরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত শিখতে হবে। এরপর তার শাব্দিক অনুবাদ, পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং প্রতিটি আয়াতের বক্তব্য বুঝে শুনে বাস্তবায়ন করতে হবে। যা মানা ফরয তা জানাও ফরজ। তাই কুরআনকে তা'যিম-সম্মান করা যেভাবে ফরজ, তা জানা ও বোঝাও সমানভাবে ফরজ। কুরআনকে ভক্তি করে যদি তা না বুঝে তার থেকে হেদায়েত গ্রহণ করতে না পারে তাহলে জীবনে উন্নতি সমৃদ্ধি অসম্ভব। তাই, কুরআন যেভাবে তেলাওয়াত করতে হবে অনুরূপভাবে তা বুঝে বাস্তবায়ন করতে হবে।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনা কী হওয়ার জন্য শর্ত?

ক. মুত্তাকি খ. মুসলিম
গ. আবেদ ঘ. বেহেশতি

২. সমগ্র মানবতার জন্য পথপ্রদর্শক কোন কিতাব?

ক. তাওরাত খ. যাবুর
গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

৩. কুরআনের মুজিযা হচ্ছে-

i. ইহার ভাষা গদ্য ও পদ্য রচনার উর্ধ্বে

ii. ইহা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সূতিকাগার

iii. ইহা সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلاثَةُ أَصْنافٍ صَنْفاً مُشاةً وَصِنْفاً رُكْباناً وَصِنْفاً عَلٰى وُجُوْهِهِمْ

অর্থ : কেয়ামতের দিন মানুষ তিন শ্রেণিতে হাশরের ময়দানে হাজির হবে। একদল পায়ে হেঁটে, আরেকদল সওয়ারিতে আরোহণ করে এবং তৃতীয় দল মাথার উপর ভর করে (মাথা নিচে আর পা উপরে করে) হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখতে হবে। হাশরের ময়দানে ভাল-মন্দের বিচার হবে। মানুষের আমলনামা পরিমাপ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

অর্থ : আর কেয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদন্ড। সুতরাং, কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি সরিষা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (সুরা আম্বিয়া- ৪৭)

এমন মুহূর্ত আসবে সে দিন পিতা-পুত্র, ভাই-বন্ধু, মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র কেউই কারো পরিচয় দেবে না। নবিগণ সেজদায় পড়ে কাঁদতে থাকবেন। সেদিন যেন বিচারে শাস্তি পেতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থেকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহর ভয়, প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মুহাব্বত রেখে সহিহ আকিদা ও নেক আমলই বিচারের দিন নাজাতের ওসিলা হবে।

## জান্নাতের পরিচয়

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ) শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান। ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলে। জান্নাতে আছে আরামের সবরকম ব্যবস্থা। মন যা চাইবে, সেখানে তাই পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

অর্থ : জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে, তোমরা যা দাবি করবে তাই তোমাদের দেওয়া হবে।
(সুরা হামীম আস সাজদাহ, ৩১)

জান্নাতে অনেক সুখ শান্তি রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার নেক বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি। যারা তাদের প্রভুর সামনে হিসাব-নিকাশে দাড়াঁতে ভয় করে কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, তাদের ঠিকানা জান্নাত।

জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ) সবচেয়ে মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা নিজেই ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

অর্থ : নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। (সূরা কাহাফ, ১০৭)

## জান্নাত লাভের পথ

জান্নাত লাভের উপায় কী? জান্নাতের অবস্থা কেমন হবে? কারা জান্নাতে অবস্থান করবেন, এ সব প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ১৩৮ টি আয়াতে আলোচনা করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম যে সত্য এবং বর্তমানে তার অস্তিত্ব রয়েছে–এ বিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কারা জান্নাতবাসি হবেন–এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ.

অর্থ : যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারাই জান্নাত বাসি। (সুরা বাকারা- ৮২)

জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহকে রব স্বীকার করা, আর সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ। এ আকিদা ও বিশ্বাস মনে প্রাণে ধারণ করা, রসুল (ﷺ) একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য ও মুহাব্বত মনে প্রাণে চির জাগরুক রেখে নেক আমল করার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালানো।

## জাহান্নামের ভয়

দোযখের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা আযাব হিসেবে আগুন বা اَلنَّارُ শব্দটি ১২৬ বার উল্লেখ করেছেন। জাহান্নামীদের সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থ : যারা কুফরি করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (সুরা বাকারা, ৩৯)

সুরা হজে জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُبِه مَافِيْ بُطُوْنِهِمُ الْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

অর্থ : যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া গলে যাবে এবং তাদের জন্য রয়েছে লোহার গুর্জসমূহ। যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ঠেলে দেওয়া হবে এবং বলা হবে; আস্বাদন করতে থাক দহন যন্ত্রণা।

(সুরা হজ, ১৯-২২)

জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহ অবস্থা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُوْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهُوَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন : দোযখের আগুনকে হাজার বছর প্রজ্জলিত করার পর তা লাল হয়ে গেছে। ঐ লাল আগুনকে হাজার বছর প্রজ্জলিত করার পর তা সাদা হয়ে গেছে। ঐ সাদা আগুনকে আবার হাজার বছর প্রজ্জলিত করার পর তা কালো হয়ে গেছে। বর্তমানে দোযখের আগুন গহিন কালো এবং অন্ধকার। (তিরমিযি ও মিশকাত)

প্রিয়নবি (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

জাহান্নামবাসীদের পান করার জন্য যে পুঁজ দেওয়া হবে তার এক বালতি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে গোটা দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে মারা যাবে। (মিশকাত, ২/৫০৩)।

রসুলে আকরাম (ﷺ) হযরত মুসলিম আত তামিমী (ﷺ)-কে বলেন–

اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ اَنْ تُكَلِّمَ اَحَدًا اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَالِكَ ثُمَّ مُتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا وَاِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَالِكَ فَاِنَّكَ اِذَا مُتَّ فِيْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِّنْهَا.

অর্থ : মাগরিবের সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কারো সঙ্গে কথা বলার পূর্বে তুমি ৭ বার পড়বে اَللهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ (হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও)। তুমি এ দোআ পড়ে যদি সে রাতে মারাও যাও তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি অবধারিত হয়ে যাবে। সকাল বেলা ফজর সালাতের পর যদি অনুরূপভাবে এ দোআ পড় সেদিন যদি মারা যাও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (আবু দাউদ শরিফ ও মিশকাত)।

সহিহ ইমান ও নেক আমল করার সাথে সাথে সকাল সন্ধ্যা এ দোআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে নাজাত চাইতে হবে।

### পরকালে নবি, শহিদ, ওলি ও আলেমগণের সুপারিশ

কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় যাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে তাদের পক্ষে আল্লাহ তাআলারই অনুমতিক্রমে নবি, শহিদ, ওলি ও আলেমগণ সুপারিশ করবেন। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ : الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

অর্থ : কেয়ামত দিবসে তিন শ্রেণির লোক সুপারিশ করবেন- নবিগণ, আলেমগণ ও শহিদগণ। (মিশকাত)

শহিদগণ তাঁর নিকটাত্মীয় সত্তরজন ব্যক্তি যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ শহিদের সম্মানে তাদেরকে মুক্তি দেবেন। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ

অর্থ : তার নিকটাত্মীয় সত্তরজনের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। (মুসনদে আহমদ, ৪/১৩১; তিরমিযি, ১৬৬৩)

সুপারিশ করতে পারেন এমন শহিদ ও আলেম যদি তৈরি হয় তাহলে তা হবে ঐ বংশের জন্য গৌরবের বিষয়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الآخرة অর্থ কী

ক. উত্তম স্থান খ. পরকাল

গ. সমাবেশ ঘ. পুনরুত্থান

রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ؟ قَالَ : اُكْتُبْ مَقَادِيْرَكُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ.

অর্থ : সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ কলমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে বললেন- লেখ। কলম বলল- হে পরওয়ারদিগার কী লেখব? আল্লাহ তাআলা বললেন- কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি হবে সব কিছুর তকদির লেখ। (আহমাদ, আবু দাউদ)।

ইমানের মৌল বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

اَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

অর্থ: তকদিরের ভালো-মন্দ সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অন্তর্ভুক্ত। (সহিহ বুখারি)

তকদিরকে অস্বীকার করা দীন কে অস্বীকার করার নামান্তর। হযরত উমর (رضي الله عنه) বলেন, নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا تُجَالِسُوْا اَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تُفَاتِحُوْهُمْ.

অর্থ : তকদিরে অবিশ্বাসীদের সাথে উঠা-বসা করবে না, আর তাদের সাথে সালাম-কালামও হবে না। (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ)

একজন মানুষ নিজেকে ইমানদার হিসেবে পরিচয় দিতে হলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে আমার জীবনের সব কিছু আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সুনির্ধারিত পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত। এ বিশ্বাস মুমিনকে বহু দুর্বলতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং নৈতিকতা ও মনন শক্তির উন্নতি সাধনে অভাবনীয় শক্তি যুগিয়ে দেয়।

মানুষের কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা শক্তি রয়েছে তবে তা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির অধীন। অথচ এ অসম্পূর্ণ ইচ্ছা ও শক্তি প্রয়োগের পর সফলতা অর্জিত হলে মানুষ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠে। আবার কখনো ব্যর্থতা দেখলে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তকদিরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকারের দুর্বলতা থেকে হিফাযত করে। ব্যক্তি কোনো বিপদে পতিত হলে তকদিরে বিশ্বাসের ফলে মুমিন কখনো মনোবল হারায় না।

### দোআ ও আমল দ্বারা তকদির পরিবর্তন

দোআ ও আমল দ্বারা তকদির পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তাআলার সকল ক্ষমতার মালিক এটাও তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নেক আমল দ্বারাই বয়স বৃদ্ধি পায় আর দোআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়। আর ব্যক্তি তার গুণাহের কারণে তার জন্য নির্ধারিত রিযিক থেকে মাহরুম বা বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা, ১২/২৮ ও মিশকাত, ৪১৯)

### তকদিরের প্রকার

তকদির দু প্রকার । যথা–

(১) তকদিরে মুবরাম (اَلتَّقْدِيْرُ الْمُبْرَمُ) : যা নির্ধারিত কোনো দিন পরিবর্তন হয় না।

(২) তকদিরে মুয়াল্লাক (اَلتَّقْدِيْرُ الْمُعَلَّقُ) : যা দোআ ও নেক আমল ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তন হয়।

দোআ দ্বারা তকদির পরিবর্তন হওয়ার অর্থ হলো : বান্দার দোআর মাধ্যমে কিছু বিষয়ে পরিবর্তন হবে। এ কথাও তকদিরে লেখা আছে। এখন যদি বান্দা বেশি বেশি দোআ না করে, তবে তকদিরের পরিবর্তনের আশাও করা যায় না। আর দোআ কবুলের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এ জন্য বেশি বেশি দোআ করা উচিত। নেক আমল বেশি করা প্রয়োজন যাতে বয়স বৃদ্ধি হয়ে আরো নেক আমল করার সুযোগ পায়। তবে শেষ পর্যন্ত যে কী হবে তাও আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. تقدير শব্দটি কোন বাবের مصدر?

ক. افعال খ. تفعيل

গ. تفاعل ঘ. تفعل

২. তকদির কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৩. তকদিরের প্রতি বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা-

i. মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত

ii. অস্বীকার করা মানে দীন অস্বীকার করা

iii. সৃষ্টি জগতের জ্ঞানের উর্ধ্বে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মামুন দাখিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সামনে পরীক্ষা, সে ঠিকমত পড়া লেখা করে না। সে বলে- আমার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

৪. মামুনের উক্তিটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে-

ক. সঠিক খ. ভ্রান্ত

গ. পছন্দনীয় ঘ. প্রশংসনীয়

৫. এক্ষেত্রে মামুনের করণীয় হচ্ছে–

i. তকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা

ii. নিজের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

iii. তকদিরের কথা বলে বসে থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

সাব্বির ও শাকিল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে পায়ে হেটে বাজারে যাচ্ছে। পথিমধ্যে সাব্বিরের রাস্তায় এক্সিডেন্ট হয়। তখন সে শাকিলকে বলে- যদি আমি তোমার সাথে না আসতাম তাহলে এক্সিডেন্ট করতাম না। তার উত্তরে শাকিল বলল- এটা তোমার ভাগ্যে ছিল। মানুষের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। তখন সাব্বির বলল- আমিতো জানি মানুষের চেষ্টা ও দোআর মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে।

ক. আল্লাহর ইলম কেমন?

খ. تقدير এর ব্যাখ্যা দাও।

গ. শাকিলের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শেষে বর্ণিত সাব্বিরের বক্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

ওলিগণের কারামত সম্পর্কে কুরআন মাজিদে এবং হাদিস শরিফে বহু বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত সুলায়মান (ﷺ)-এর সাহাবি আসিফ বিন বরখিয়া চক্ষুর পলকের মধ্যে সাবার রাণী বিলকিসের সিংহাসন ইয়ামেন থেকে ফিলিস্তিনে আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে নিয়ে আসা, ওমর (ﷺ)-এর লিখিত চিঠি পেয়ে নীল নদে পানির জোয়ার সৃষ্টি হওয়া, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (ﷺ)-এর নেতৃত্বে ষাট হাজার ঘোড়া ইরাকের দজলা নদী পার হওয়া, খাজা মইনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক বিশাল দিঘি আনা সাগরের পানি একটি লোটায় স্থান করে নেওয়া; এ সবই ওলিগণের কারামত। এ সব কারামতকে বিশ্বাস করা ইমানের অংশ। তবে ওলি হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ হওয়া শর্ত নয়। দীনের উপর অটল থাকাই হলো ওলির বড় কারামত।

## ওলিগণের মাযার শরিফ যিয়ারত

ওলিগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থ : জেনে রাখ ! আল্লাহর ওলিগণের ভবিষ্যতের কোনো ভয় নেই, (অতীতের) কোনো দুশ্চিন্তা নেই। যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য রয়েছে সু সংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে। আল্লাহর ঘোষণার কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই মহা সাফল্য।

(সুরা ইউনুস, ৬২-৬৪)

ওলিগণ যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত তাদের মাযার শরিফে গিয়ে তাদের মর্যাদার ওসিলা করে দোআ করলে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয়বন্ধুর সম্মানে দোআ কবুল করেন।

আলি ইবনে মায়মুন বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-এর দ্বারা বরকত হাসিল করি। আমি প্রায়ই তাঁর কবর যিয়ারতে যাই। আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে আমি দুই রাকাত সালাত আদায় করে আবু হানিফা (ﷺ)-এর কবরের কাছে এসে দোআ করি। এতে দ্রুত দোআ কবুল হয়।

(তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি ১/২০৩)

তবে, মাযারে গিয়ে কোনো ওলির কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া অবৈধ। চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে। ওলিকে উসিলা করে ও তাঁর মাযার শরিফের কাছে গিয়ে দোআ করলে আল্লাহ তাআলা ওলির সম্মানে দোআ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলার রসুল নিজেও কবর যিয়ারত করতেন।

## ইসালে সওয়াব

ইসালে সওয়াব (اِيْصَالُ الثَّوَابِ) অর্থ সওয়াব পৌঁছানো। নিজের নেক আমলের সওয়াব অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য। কোনো মানুষ অপর কারো জন্য কোনো আমলের সওয়াব পৌঁছাতে চাইলে আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে জায়েয। চাই সে আমল সালাত হোক বা সাওম বা হজ বা সদকা-খয়রাত বা কুরআন শরিফ তেলাওয়াত ইত্যাদি। এ সকল আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে যায়। আর এ আমল তাদের উপকারে আসে। (মারাকিউল ফালাহ হতে তাহতাবির হাশিয়া, ৩৭৬)

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন–

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ

অর্থ : এক ব্যক্তি নবি করিম (ﷺ) এর কাছে আরজ করলো, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন এবং আমার ধারণা যে যদি তিনি কিছু কথা বলতে পারতেন তাহলে সদকা করতেন। যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে কি তার কোনো ফায়দা হবে? নবি করিম (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'।

(সহিহ বুখারি, ১/১৮৬)

কোনো ব্যক্তির ইসালে সওয়াব। একা একা করলে তাতেও ফায়দা আছে। আর সম্মিলিতভাবে অধিক সংখ্যক লোকের দোআ আল্লাহ কবুল করেন এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো আলেম বা ওলি থাকেন তার সম্মানে সকলের দোআ কবুল হয়।

## তাসাউফের ইলম অর্জনের বিরোধিতার পরিণাম

তাসাউফের ইলম অর্জন করা শরিয়তের ইলমের মতোই অপরিহার্য। যারা এ ইলম অর্জনের বিরোধিতা করে তারা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে চায়। দীনের মৌলিক তিনটি স্তম্ভ ইমান, ইসলাম ও ইহসান। ইমান-আকিদা বিশ্বাস দীনের প্রথম রোকন। ইসলাম বা ফিক্‌হ আমলী জীবন, আর ইহসান, তাযকিয়া, মারেফত, হাকিকত সব মিলিয়ে ইলমে তাসাউফ। যা অস্বীকার করলে দীনের তিন ভাগের একভাগ অস্বীকার করা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

অর্থ : সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবে না, যার অন্তর আমার যিকির থেকে গাফেল এবং যে আপন খেয়াল খুশির অনুসারী। (সুরা কাহাফ, ২৮)

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন–

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

অর্থ : যে ব্যক্তি ফিক্‌হ ছাড়া তাসাউফ অর্জন করে সে যিনদিক (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় এবং যে তাসাউফ অর্জন ছাড়া ফিক্‌হ অর্জন করে সে ফাসিক। আর যে উভয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী। (মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ)

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الطريقة শব্দের অর্থ কী?

ক. পন্থা খ. আদর্শ
গ. আকৃতি ঘ. বিধান

২. ইলমুত তাসাউফ অর্জন করার শরয়ি বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. আউলিয়ায়ে কেরামের সাহচর্যে থাকার উপকারিতা হচ্ছে-

i. আমল আখলাক সুন্দর হয়

ii. ভাল পানাহারের ব্যবস্থা হয়

iii. আল্লাহর কথা স্বরণ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

আবদুস সালাম সাহেব মৃত পিতা-মাতার রুহে সওয়াব পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু দান সদকা করে। কিন্তু আবদুল হালিম তাকে এই কাজে বারণ করে বলেন এটা বিদয়াত।

৪. আবদুস সালাম সাহেবের কাজটি সম্পর্কে ইসলামি শরিয়তের বিধান কী?

ক. হারাম খ. জায়েয

গ. মাকরুহ ঘ. বিদআত

৫. এক্ষেত্রে আবদুল হালিমের করণীয় হচ্ছে–

i. শরয়ি বিধান ভালভাবে জানা

ii. নেক কাজে নিষেধ না করা

iii. উক্ত সিদ্ধান্তে অটল থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল জব্বার সাহেব ষাটোর্ধ একজন লোক তিনি বলেন- বয়স তো কম হয় নাই এখন একটু আমল করা প্রয়োজন। তাই তিনি একজন হক্কানী পীর/মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। একথা শুনে তার ভাই আবদুর রহিম তাকে বলল-আপনি নিজে সালাত ও সাওম আদায় করলেইতো হয়, এসকল পীর মুর্শিদের কাছে যাওয়া কি প্রয়োজন?

ক. ولى ওলি শব্দের অর্থ কী?

খ. ইলমে মারেফাত বলতে কি বোঝায়?

গ. আবদুল জব্বার সাহেবের কাজটি কেমন হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবদুর রহিমের মন্তব্যটি কি সঠিক? ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) ফিক্হ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্র ছাড়াও তিনি ইলমে হাদিস, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত, নাহু, সরফ, প্রভৃতি বিষয়েও পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জন করেছেন। আবু হাকাম কবির (ﷺ) বলেছেন, তাঁর শিক্ষকের সংখ্যা ৪,০০০ । ইমাম আযম (ﷺ) ৭০ হাজার হাদিস থেকে ফিকহ এর মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন। তিনি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি ইমাম মালেক (ﷺ)-এর মুয়াত্তা সংকলনের পূর্বে كِتَابُ الاٰثَارِ (কিতাবুল আসার) নামে হাদিস গ্রন্থ সংকলন করেন।

**অবদান**

ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-এর অবদান অপরিসীম ও অতুলনীয়। ১২০ হিজরিতে ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)র পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হাম্মাদ (ﷺ) ইন্তেকাল করলে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শিক্ষাদানকে কর্মজীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মীতারও অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাছে হাজার হাজার ছাত্র আগমন করতো শিক্ষা গ্রহণের জন্যে। তাই তিনি শিক্ষাদানের নিমিত্তে কুফায় مَجْلِسُ تَدْوِيْنِ الْفِقْهِ নামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান ছাত্র গঠনে ও ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনে বিশেষ অবদান রাখে।

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (ﷺ), ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (ﷺ), ইয়াযিদ ইবনে হারুন (ﷺ), ইমাম আবু ইউসুফ (ﷺ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি (ﷺ) ও ইয়াহইয়া (ﷺ)।

**সাহিত্যে অবদানঃ**

ইমাম আযম আবু হানিফা (ﷺ) নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলি রচনা করে ইলমি জগতে অনন্য অবদান রাখেন–

১. اَلْمُسْنَدُ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ - মসনদে ইমাম আ'যম
২. اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ - আলফিকহুল আকবার
৩. كِتَابُ الآثَارِ - কিতাবুল আসার
৪. مَكَاتِيْبٌ وَّوَصَايَا اَبِيْ حَنِيْفَةَ - মাকাতিব ও ওসায়া আবি হানিফা
৫. قَصِيْدَةُ النُّعْمَانِ - কাসিদাতু নোমান
৬. كِتَابُ الْعِلْمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ - কিতাবুল ইলম ওয়াল মুতায়াল্লিম
৭. كِتَابُ الرَّدِ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ - কিতাবুর রদ্দি আলাল কদরিয়া

এ ছাড়াও যে সকল গ্রন্থ হানাফি ফিকহের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে তা নিম্নরূপ–

(١) اَلزِّيَادَاتُ (٢) اَلسِّيَرُ الْكَبِيْرُ (٣) اَلسِّيَرُ الصَّغِيْرُ (٤) كِتَابُ الْحَرَامِ (٥) اَلْوَاهِيَّةُ (٦) كِتَابُ الْحَجِّ

(٧) اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ (٨) اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ (٩) اَلْمَبْسُوْطُ (١٠) اِخْتِلَافُ الْفِقْهِ (١١) اَلْوِجْدَانُ.

এ সকল গ্রন্থ এ মহান মনীষীর ইলমের উৎস থেকেই রচিত। তিনি নিজে কোন মাযহাবের নাম দিয়ে যাননি। পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রদের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায় তার নামানুসারে মাযহাবের নামকরণ করা হয় হানাফি মাযহাব। তিনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফিকহ শাস্ত্র সংকলন করে শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে রয়েছেন।

আব্বাসিয় খলিফা মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতি পদ অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে তিনি দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে খলিফা মানসুর তাঁকে কারাগারে বন্দী করে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত করেন। পরিশেষে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরি ১২ জমাদিউল উলা মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে কারাগারেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁর জানাজায় এত লোক একত্রিত হয়েছিলো যে, পাঁচ বার সালাতে জানাজা পড়তে হয়েছিলো। তাঁর সর্বশেষ জানাজায় ইমামতি করেন তাঁর পুত্র হাম্মাদ (রহ.)। তাঁকে গোসল প্রদান করেন কুফার প্রধান বিচারপতি হাসান ইবনে ওমরা। বাগদাদের খাইযুরান নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

**মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমামে আযম (রহ.)**

ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন–

مَنْ اَرَادَ اَن يَّتَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ فَهُوَ عِيَالٌ لاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.

অর্থ: যে ফিকহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পরিবারভুক্ত হয়।

ইমাম ইবনে মুবারক (রহ.) বলেন–

اَفْقَهُ النَّاسِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مَا رَاَيْتُ فِى الْفِقْهِ مِثْلَهُ.

অর্থ: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিকহ বিশারদ হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), আমি ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর ন্যায় যোগ্য কাউকে দেখিনি।

**ফিকহে হানাফির বৈশিষ্ট্য**

১। হানাফি ফিকহ তত্ত্ব, তথ্য, হিকমাত ও কল্যাণের উপর ভিত্তিশীল

২। نَصٌّ মূলসূত্র দ্বারা প্রমাণিত শক্তিশালী মত গ্রহণ

৩। কুরআন মাজিদকে প্রাধান্য দান

৪। কিয়াস ও ইস্তিহসানের প্রতি বিশেষ জোর প্রদান

৫। তাহযিব-তমদ্দুনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে ফিকহ রচনা

৬। কুরআন ও হাদিসের দলিলসমূহকে যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে পর্যালোচনা করে কোনটি আইন হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ণয় করা

৭। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণের আমলকে যথার্থ মূল্যায়ন

## ইমাম মালেক (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম

### পরিচয়

নাম-মালেক, উপনাম-আবু আবদুল্লাহ, উপাধি- ইমামু দারিল হিজরত, পিতা- আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমের (রাযি.)। তিনি ৯৩ হিজরিতে মদিনা তয়্যিবায় জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনিই মালেকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যকাল থেকেই কুরআন ও ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে স্থান লাভ করেন।

### কর্ম

তিনি ইমাম আযমের পর হাদিস শাস্ত্রের প্রথম বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' সংকলন করেন, যা উম্মুছ সহিহাইন বা বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের জননী নামে খ্যাত। এই কিতাবটি 'মুআত্তা মালেক' (اَلْمُوَطَّا لِإِمَامِ مَالِكٍ) নামে পরিচিত। প্রায় ১,৭০০ হাদিস এতে স্থান পেয়েছে। মিসর, স্পেন, ইরাক, মরক্কো, জর্দান ও উত্তর আফ্রিকাতে মালেকি মাযহাবের অনেক অনুসারি রয়েছে।

### ইন্তেকাল

আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করার কারণে তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়। অবশেষে ১৭৯ হিজরি ১১ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৭৯৫ খ্রি. জুন মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে তাকে দাফন করা হয়।

## ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম

### পরিচয়

নাম- মুহাম্মাদ, উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম- ইদরিস, মাতার নাম- উম্মুল হামযা। তার পূর্ব পুরুষ শাফেয়ির নামানুসারে তিনি শাফেয়ি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর নাম অনুসারে এ মাযহাবকে শাফেয়ি মাযহাব বলা হয়। তিনিই এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন মাজিদ হিফয করেন। দশ বছর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক মুখস্ত করেন। পনের বছর বয়সে তিনি তাফসির, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করলে উস্তাদগণ তাকে ফতোয়া দানের সনদ দেন। তিনি অসাধারণ মেধা শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার শিক্ষক ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে তার অবদান অপরিসীম।

### কর্ম

উসূলে ফিকহের মৌলিক নীতিমালা ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), নির্ধারণ করলেও একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে উসূলে ফিকহ (اُصُوْلُ الْفِقْهِ) শাস্ত্রের তিনিই স্থপতি।

তিনি সর্বপ্রথম উসূলে ফিকহ বিষয়ে 'আর-রিসালা' (اَلرِّسَالَةُ) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তার মধ্যে 'কিতাবুল উম্ম' (كِتَابُ الأُمِّ) অন্যতম। তাঁর উদ্ভাবিত মাযহাব হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মাঝামাঝি পন্থা। ইলমে হাদিসে তার দক্ষতার জন্যে ইরাকের আলেমগণ তাকে نَاصِرُ السُّنَّةِ বা হাদিসের সহায়ক উপাধিতে ভূষিত করেন।

### ইন্তেকাল

হিজরি ২০৪ সনের রজব মাসের শেষ দিন মুতাবেক ৯২০ খ্রি. ২০ জানুয়ারী বৃহস্পতি বার দিবাগত রাতে মিসরের ফুসতাতে ৫৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মিসরের ফুসতাতে তাঁর মাযার শরিফ রয়েছে।

## ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম

### পরিচয়

নাম- আহমদ, উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি- শায়খুল ইসলাম ও ইমামুস সুন্নাহ। পিতার নাম- মুহাম্মাদ, দাদার নাম- হাম্বল।

তিনি ১৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস মুতাবেক ৭৮০ ঈসায়ী সনের নভেম্বর মাসে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। দাদার নামানুসারে তার মাযহাবের নাম হয় হাম্বলী। তিনি প্রথম জীবনে বাগদাদ নগরেই কুরআন হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কুফা, বসরা, মক্কা, মদিনা, ইয়ামেন, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপে গমন করেন এবং কুরআন হাদিস ও ফিকহ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# আত তাহারাত

# اَلطَّهَارَةُ

## প্রথম পাঠ

## গোসল

## اَلْغَسْلُ

### গোসলের পরিচয়

গোসল (اَلْغَسْلُ) শব্দের অর্থ اِرَاقَةُ الْمَاء عَلَى الْبَدَنِ তথা শরীরে পানি ঢালা।

শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলা হয়। এ প্রসঙ্গে ফকিহ আলেমগণ বলেন–

اِسْتِعْمَالُ الْمَاء الطَّهُور فِى جَمِيْعِ الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

অর্থ : নির্ধারিত কারণে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি ব্যবহারকে গোসল বলে।

(আল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, ১/১০৫)

### গোসলের প্রকার

গোসল চার প্রকার। যথা–

(১) ফরজ গোসল, (২) সুন্নত গোসল, (৩) মুস্তাহাব গোসল ও (৪) মুবাহ গোসল।

### গোসল ফরজ হওয়ার কারণ

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ নিম্নরূপ–

১। اَلْجَنَابَةُ তথা শরীর নাপাক হওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا.

অর্থ : তোমরা নাপাক হলে পবিত্র হয়ে নাও। (সুরা মায়েদা, ৬)

২। اِنْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ তথা হায়েয অথবা নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে গোসল ফরজ হয়।

## গোসলের ফরজসমূহ

গোসলের ফরজ তিনটি। যথা–

(১) কুলি করা (اَلْمَضْمَضَةُ)

(২) নাকে পানি দেওয়া (اَلِاسْتِنْشَاقُ)

(৩) সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ধৌত করা (غُسْلُ جَمِيْعِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ)

## গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ভাল করে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর দুই হাত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। কুলি করার সময় কণ্ঠদেশে এবং নাকের ভিতরে ভালো করে পানি পৌঁছাতে হবে।

অজুর পর মাথায় পানি ঢালতে হবে। এরপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ভালো করে মর্দন করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে এবং শরীর ভালো ভাবে পরিষ্কার হয়। এরপর শরীরে দুইবার এমনভাবে পানি ঢালতে হবে যেন কোনো স্থান শুকনো থাকার আশঙ্কা না থাকে। গোসলের পূর্বে অজুর সময় পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই, গোসলের শেষে পা ধৌত করতে হবে।

সর্বশেষে সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে কাপড় পরতে হবে। মেয়েদের বেলায় খোপা খুলতে হবেনা যদি পানি প্রবেশ করে। আর যদি চুলের খোপাতে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে চুলের খোপা খোলা আবশ্যক।

নখে নখ পালিশ থাকলে, কপালে টিপ থাকলে, কানে বা নাকে যথাযথ ভাবে পানি না পৌঁছালে অথবা গড়গড়া করে কুলি করার সময় মুখের ভিতরের সবখানে পানি না পৌঁছলে শরীর পাক হয় না। এরূপ গোসল দ্বারা সালাত শুদ্ধ হয় না।

## যে সব পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয

নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, বৃষ্টি, কূপ ও টিউবওয়েলের পানি সাধারণত পবিত্র। শিশির, বরফগলা পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয। গাছের পাতা বা অন্য কোনো বস্তু পড়ে যদি পানির তিনটি গুণ যথা– রং, স্বাদ ও গন্ধ। যদি এর একটি গুণ বিনষ্ট হয় এবং দুটি অবশিষ্ট থাকে তবে সে পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়েও অজু গোসল করা জায়েয।

## সুন্নত গোসল

সুন্নত গোসল চারটি। যথা–

(১) জুমুআর দিন ফজর সালাতের পর থেকে জুমুআর সালাত পর্যন্ত ঐ সকল লোকদের জন্য গোসল করা সুন্নত যাদের উপর জুমুআর সালাত ফরজ।

(২) হজ ও ওমরার ইহরাম বাধার জন্য গোসল করা সুন্নত।

(৩) হজ আদায়কারীদের জন্য আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের পর গোসল করা সুন্নত।

(৪) দুই ইদের সালাতের জন্য গোসল করা সুন্নত।

## মুস্তাহাব গোসল

মুস্তাহাব গোসল ৯টি। যথা–

(১) ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল করা

(২) ছেলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আলামত দেখা দিলে গোসল করা

(৩) মুজদালিফায় অবস্থানের গোসল

(৪) লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বারাতে সন্ধ্যার পর গোসল করা

(৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর

(৬) তওবাহ এর সালাতের জন্য

(৭) মদিনা শরিফে প্রবেশ কালে

(৮) তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য গোসল করা

(৯) ইসতিসকা সালাতের জন্য

## মুবাহ গোসল

যে গোসল করা বা না করার ব্যাপারে শরিয়তের বিধি নিষেধ নেই, তা মুবাহ বা বৈধ। যেমন–

(১) গরমে স্বস্তি লাভের জন্য

(২) কোন ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যতিত, শরীর সুস্থ্য রাখার জন্য গোসল করা

(৩) শরীরে ধূলো বালি লাগলে গোসল করা

(৪) নতুন পোশাক পরিধানের পূর্বে গোসল করা

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الغسل অর্থ কী?

ক. হাত ধৌত করা খ. মুখ ধৌত করা

গ. শরীরে পানি ঢালা ঘ. ময়লা পরিষ্কার করা

২. গোসল কত প্রকার

ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৩. গোসলের ফরজ কয়টি?

ক. ১ টি খ. ২ টি

গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

৪. হায়েয নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে-

i. গোসল করা মুস্তাহাব

ii. গোসল করা ফরয

iii. গোসল করা সুন্নত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

তৌফিক পথ চলতে চলতে পথে পায়ের তলায় পঁচা ইদুর লেগে পা গন্ধ যুক্ত হয়। সে পা না ধুয়ে, পা মুছে মসজিদে প্রবেশ করে।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الخف। কী ধরনের মোজা?

ক. চামড়ার মোজা খ. পাতলা কাপড়ের মোজা

গ. মোটা কাপড়ের মোজা ঘ. প্লাষ্টিক মোজা

২. মুসাফিরের জন্য মোজা মাসেহের মুদ্দত বা সময় কত দিন?

ক. ১ দিন, ১ রাত খ. ২ দিন, ২ রাত

গ. ৩ দিন, ৩ রাত ঘ. ৪ দিন ৪ রাত

৩. পায়ের অধিকাংশ অংশ ভিজে গেলে এ অবস্থায়-

i. মোজা খুলে পা ধোয়া আবশ্যক

ii. মোজা না খুলে পা ধোয়া আবশ্যক

iii. তায়াম্মুম করা আবশ্যক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

মেরাজ সাহেব মোজার উপর মাসেহ করার একদিন একরাত অতিক্রান্ত হলেও নতুন মুদ্দত শুরু করতে ভুলে যান এবং এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন।

৩.ইসলামি শরিয়তে মেরাজের কাজটি কী হয়েছে?

ক. حرام খ. مكروه

গ.مباح ঘ. صحيح

৪. এমতাবস্থায় মেরাজের করণীয় ছিল

i. পুনরায় সালাত আদায় করা

ii. সালাত আদায় না করা

iii. ইস্তেগফার করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

বোরহান একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মোজা ব্যবহার করেন। আত্মীয় বাসায় বেড়াতে সফরের নিয়তে বের হলেন। মোজা মাসেহ করলেন। তিন দিন তিন রাত পার হলেও মাসেহের নতুন মুদ্দত শুরু করতে ভুলে গেলেন এবং দুই ওয়াক্ত সালাতও আদায় করলেন। মোজা মাসেহের মুদ্দত পার হয়ে গেছে স্মরণ হলে ইমাম সাহেবকে জানালেন। ইমাম সাহেব তাকে দুই ওয়াক্ত সালাত দুহরাতে বললেন- তিনি বললেন যেহেতু ভুলবশতঃ হয়েছে তা আর দুহরাতে হবে না।

ক. মুসাফেরের মোজা মাসেহের মুদ্দত কতদিন?

খ. মোজা মাসেহের পদ্ধতি উল্লেখ কর।

গ. ইসলামের দৃষ্টিতে বোরহানের কাজটি কিরূপ উল্লেখ কর।

ঘ. ইমাম সাহেবের মন্তব্য মূল্যায়ন কর।

## তৃতীয় পাঠ

# হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা

# اَلْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْاِسْتِحَاضَةُ

### হায়েযের ধারণা

বালেগ হওয়ার পর স্বভাবগতভাবে মহিলাদের জরায়ু থেকে রোগ-ব্যাধির কারণ ব্যতিরেকে যে রক্ত নির্গত হয়, একে শরিয়তের পভিাষায় হায়েয (حَيْضٌ) বলে।

### হায়েযের মেয়াদকাল

হায়েয হওয়ার বয়স কমপক্ষে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোন বালিকার রক্তস্রাব দেখা দেয় তা হায়েয নয়; বরং ইস্তেহাযা (اِسْتِحَاضَةٌ) বা রোগজনিত রক্তস্রাব। হায়েযের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন তিন রাত (৭১ ঘন্টা) উর্ধ্ব সময়-সীমা দশদিন দশরাত (২৪০ ঘন্টা ) তাই তিনদিনের কম বা দশদিনের বেশি উভয়টাই (اِسْتِحَاضَةٌ) বা রোগজনিত স্রাব। দশদিনের অধিক হলেই গোসল করে সালাত ও সাওম সব কিছু আদায় করতে হবে।

### হায়েযের হুকুম

হায়েযের সময় লাল, হলুদ, কালো, মেটে যে কোন রং দেখা যা, তা হায়েয বলে গণ্য হবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখবে তখন বুঝতে হবে যে, হায়েয বন্ধ হয়েছে।

৫৫ বছরের পর সাধারণত হায়েয বন্ধ হয়ে যায়। তার পরও যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে লাল, হলুদ সবুজ বা মেটে রংয়ের স্রাব দেখা দেয় তা হায়েয বলে গণ্য হবে। দুই হায়েযের মধ্যে পবিত্র অবস্থার সময়কাল কমপক্ষে ১৫ দিন।

যদি কোন মহিলার হায়েযের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ নিয়মিত প্রতি মাসে ৪ দিন বা ৫ দিন হয়। হঠাৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যদি তার কোনো মাসে ১২ দিন স্রাব আসে তখন নির্দিষ্ট ৪/৫ দিন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং বাকি দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

কোনো মহিলার যদি অনবরত স্রাব চলতে থাকে, এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসের প্রথম দশদিন হায়েয ধরে নিয়ে বাকি দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরতে হবে। দশদিন দশরাত পর গোসল করে সালাত আদায় করতে হবে।

## হায়েয অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ নয়

হায়েয আল্লাহ তাআলার এক অমোঘ বিধান। এর সাথে নারী জীবনের বহু বিষয় জড়িত। এ অবস্থায় ইসলামি শরিয়ত অনেকগুলো বিধান আরোপ করেছে। এ অবস্থায় যে সব কাজ বৈধ নয়, তা হলো–

১। হায়েয অবস্থায় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। তার কাযাও করতে হবে না। এ সময় সালাত আদায়ের সময়টুকু অযু করে বসে বসে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

২। হায়েয অবস্থায় যে কোন প্রকার সাওম পালন করা নিষিদ্ধ। অবশ্য পরে ফরয সাওমের কাযা করতে হবে। নফল সাওম অবস্থায় হায়েয শুরু হলে পরে এরও কাযা আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন–

كُنَّا نَحِيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَ لَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) -এর যুগে আমাদের যখন হায়েয হতো, আমাদেরকে সাওম কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো, সালাত কাযা করার আদেশ দেওয়া হতো না। (সুনানু নাসায়ি)

৩। হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدُ لِحَائِضٍ وَّ لَا لِجُنُبٍ.

অর্থ: ঋতুবর্তী মহিলা ও অপবিত্রদের মসজিদে প্রবেশ বৈধ নয়। (সহিহ বুখারি)

৪। হায়েয অবস্থায় কাবা ঘরের তাওয়াফ করা নিষেধ।

৫। এ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ। হায়েয অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই অবশ্য জুযদান অথবা রুমালের সাহায্যে প্রয়োজনে কুরআন স্পর্শ করা যায়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَ لَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ.

অর্থ: অপবিত্র ও ঋতুবর্তী মহিলা কুরআন তেলাওয়াত করবে না। (সহিহ বুখারি)।

৬। হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন হারাম। তবে এক সাথে খানা পিনা করা, এক বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি জায়েয।

যেখানে জায়গা পায় সেখানেই বসে যায়, যথা নিয়মে সালাত আদায় করে এবং নীরবে বসে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শুনে মহান আল্লাহ তাআলা তার বিগত জুমুআ হতে এ জুমুআ পর্যন্ত সকল গুনাহ (সগিরা) মাফ করে দিবেন।' (সহিহ বুখারি)

জুমুআর সালাত আদায় না করলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবি (ﷺ) বলেন-

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিন জুমুআ ত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়। তার দিলকে মুনাফেকের দিলে পরিণত করে দেওয়া হয়। (তাবারানি)

## জুমুআর সালাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি

জুমুআর সালাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ–

১। স্বাধীন হওয়া

২। পুরুষ হওয়া

৩। মুকিম হওয়া

৪। সুস্থ হওয়া

৫। বালেগ হওয়া

৬। সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

৭। মুসলমান হওয়া

৮। দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন হওয়া ও

৯। চলার শক্তি থাকা

## সালাতুল জুমুআ সহিহ হওয়ার শর্তাবলি

জুমুআ সহিহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে শর্তাবলি উল্লেখ করা হলো–

(১) শহর বা ছোট শহর তুল্য হওয়া

(২) যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে জুমুআ আদায় করা

(৩) খুতবা পাঠ করা

(৪) খুতবা সালাতের পূর্বে পড়া

(৫) খুতবা যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে

(৬) জামাত হওয়া

(৭) ইযনে আম তথা অবারিত অনুমতি থাকা

## জুমুআর ফরয সালাত ও আগে-পরের সুন্নত সালাত

জুমুআর ফরয সালাত দু রাকাত। সকল মাযহাবের মতে জুমুআর সালাত ফরযে আইন। যোহরের সময় যতক্ষণ থাকে জুমুআর সময়ও ততক্ষণ থাকে।

জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে ঢুকে প্রথমে দু রাকাত তাহিয়্যাতুল অযু এবং দুখুলুল মসজিদ এবং সব শেষে দু রাকাত নফল পড়া যায়। জুমুআর ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত কাবলাল জুমুআ পড়া সুন্নত এবং ফরযের পরে চার রাকাত বাদাল জুমুআ পড়া সুন্নত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) বর্ণনা–

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) জুমুআর পূর্বে চার রাকাত এবং জুমুআর পরে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। (মুয়াত্তা, মুজামুল আওসাত, তিরমিযি, তাহাবি, মুশকিলুল আসার)

## জুমুআর সালাত আদায়ের সময়, নিয়ম ও খুত্‌বা শোনার গুরুত্ব

জুমুআর দুই রাকাত সালাত ফরয। ফরযের আগে চার রাকাত قَبْلَ الْجُمُعَةِ (কাবলাল জুমুআ) ও পরে চার রাকাত بَعْدَ الْجُمُعَةِ (বাদাল জুমুআ) সুন্নাত। জুমুআর ফরযের জন্য জামাআত শর্ত। জামাত ছাড়া জুমুআ হয় না। কোন কারণে জামাতে শামিল হতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়।

জুমুআর জন্য দুইটি আযান দিতে হয়। প্রথম আযান মসজিদের বাইরে মিনারায়, দ্বিতীয়টি ইমাম সাহেব খুতবাহ দিতে মিম্বরে বসলে দেওয়া হয়। জুমুআর দুই রাকাত ফরযের পূর্বে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দেন তাকে খুতবা বলে। খুতবা শুনা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা বা অন্য কোন সালাত আদায় করা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের সাথে দুই রাকাত ফরয সালাত অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় আদায় করতে হয়।

খুতবা সরাসরি বক্তৃতা হতে হবে, মুসল্লিদের বোধগম্য হতে হবে, মুখস্থ বা লিখিত উভয় পদ্ধতিতেই খুতবা দেওয়া যায়। খুত্‌বা হতে হবে সময়োপযোগী, যার মাধ্যমে মুসল্লিগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়। খুতবা আরবিতে পড়তে হবে, তবে নিজ নিজ মাতৃভাষায় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। খতিব হওয়ার জন্য কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ ও আরবি ভাষার জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। কারণ খুতবায় মুসল্লিদের প্রতি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিছু দিকনির্দেশনা থাকে। আলেম ছাড়া খুতবা দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যাতে মুসল্লিদের আমলে সমস্যা দেখা দেবে।

### জুমুআর উপকারিতা

জুমুআর অনেক উপকারিতা আছে। জুমুআর সালাতে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের কুশলাদি বিনিময় করার সুযোগ হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সহযোগিতা করার সুযোগ হয়। মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়।

এই দিন সমাজের সর্বস্তরের লোক একত্রিত হয়ে একই কাতারে শামিল হয়ে এক ইমামের পিছনে সব ধরণের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে সালাত আদায় করে থাকে। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়।

এদিন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَوْمُ الْجُمُعَةِ عِيْدُ الْأُسْبُوْعِ لِلْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : জুমুআর দিন হলো মুসলমানদের জন্য সপ্তাহের ইদের দিন।

এই দিনে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া, যথাসাধ্য ভালো পোশাক পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা এবং মনোযোগের সাথে খুতবাহ শোনা একান্ত কর্তব্য।

বস্তুতঃ আযানের পর সাংসারিক কাজ ফেলে রেখে বিশুদ্ধচিত্তে জুমুআর সালাতে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার সুযোগ নেওয়া কর্তব্য।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الجمعة শব্দের অর্থ কী?

ক. মসজিদে যাওয়া খ. একত্রিত হওয়া
গ. শুক্রবারে সালাত আদায় করা ঘ. পরস্পরের দেখা হওয়া

২. জুমুআ সহিহ হওয়ার শর্ত

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৩. সুস্থ্য, স্বাধীন, মুকিম, পুরুষ মুসলমানের উপর জুমুআর সালাত

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৪. জুমুআ র সালাতে হাযির হলে-

i. সগিরা গুনাহ মাফ হয়

ii. মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়

iii. হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

রায়হান একজন শিক্ষিত লোক। কিন্তু জুমুআর সালাত আদায় করে না।

৫. রায়হানের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কী হচ্ছে-

ক. বেইমানী খ. মুনাফেকী

গ. ফাসেকী ঘ. কুফরী

৬. এমতাবস্থায় রায়হানের করণীয় হচ্ছে-

i. জুমুআর সালাত আদায় করা

ii. অতীতের কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া

iii. জুমুআর সালাতকে গুরুত্ব দিয়ে মসজিদে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

আদিব মিয়া নিয়মিত জুমুআর সালাতে শরিক হন। জুমুআর পুর্বে এবং পরে আট রাকাত সুন্নত আদায় করেন। তার ছেলে রাসেল বিদেশ থেকে এসে পিতার সাথে জুমুআর সালাত আদায় করতে গিয়ে সুন্নত পড়েনি। আদিব মিয়া রাসেলকে বলল- সুন্নত পড় তাতে ফরযের ঘাটতি পুরণ হবে। রাসেল বলল- এ সকল সুন্নতের দরকার নেই।

ক. জুমুআর সালাতের খুতবা শুনা কী?

খ. খুতবা আরবিতে পড়তে হবে কেন?

গ. রাসেলের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আদিব মিয়ার বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

যায়। উপবাসে দুঃখী মানুষের কষ্টের অনুভব, ইফতারিতে মেহমানদারির আনন্দ, সদাকাতুল ফিতর দানে গরিবদের প্রতি সহানুভূতি, সব মিলিয়ে এক নির্মল, নিষ্কলুষ মন নিয়ে, এক পবিত্র ও আনন্দঘন পরিবেশে সিয়াম পালনকারী ইদের ময়দানে হাযির হন।

প্রিয়নবি (ﷺ) তাইতো ইরশাদ করেন, ইদের সালাত সমাপনকারীরা এমন নিষ্পাপ অবস্থায় ইদের মাঠ থেকে স্বগৃহে ফিরে যায়, যেন তারা নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ। কিন্তু যে ব্যক্তি শারীরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও সাওম পালন করেনি, আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় ফরয তরক করতে ভয় পায়নি, এই মুবারক সময়ে ইবাদত বাদ দিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত থেকেছে, নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে, ইদের আনন্দ তার জন্য নয়, তার জন্য এদিন দুঃখের দিন, অনুতাপের দিন।

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ ، وَ إِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ.

অর্থ: নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য ইদ নয়, বরং ইদ হলো যে পরকালীন শাস্তিকে ভয় করেছে তার জন্য।

এ দিন ইদের মাঠে তাদের খালেস তাওবা করা উচিত আর যেন এ ধরনের অন্যায় না হয়।

### ইদুল আযহা

ইদুল আযহা বিশ্ব মুসলমানের আর এক আনন্দের দিন। নবি হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একমাত্র পুত্রকে কুরবানি করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি চালিয়েছেন, মা হাজেরা তাতে সম্পূর্ণ রাজি হয়ে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে সঁপে দিয়েছেন, আর শিশু ইসমাঈল আল্লাহকে রাজি খুশি করার উদ্দেশ্যে জবাই হতে সম্পূর্ন প্রস্তুতির কথা ঘোষণা দিয়েছেন, ইদুল আযহা তাঁরই স্মারক ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এক পুণ্যময় দিন। পশু কুরবানির সাথে সাথে নিজের নাফস তথা কুপ্রবৃত্তিকে যবাই করার এক দৃষ্টান্ত ইদুল আযহা। এর মাধ্যমে সমাজে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনের মহান শিক্ষা অর্জন করা যায়।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দুই ইদের সালাত আদায় করা কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. তাকবির তাশরিক শুরু হয় কোন তারিখে?

ক. ৮ জিলহজ খ. ৯ জিলহজ

গ. ১০ জিলহজ ঘ. ১১ জিলহজ

৩. ইদের দিনে কোলাকুলি করলে -

i. পারস্পরিক আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়

ii. মহব্বত বৃদ্ধি হয়

iii. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i,ii ও iii

আকরাম মনে করে ইদের খুতবা দেওয়ার জন্য আলেম হওয়ার প্রয়োজন নেই। বক্তৃতা জানলেই হবে।

৪. আকরামের ধারণা কিসের পরিপন্থি?

ক. ইসলামি শরিয়তের খ.জ্ঞান ও যুক্তির

গ. কুরআন ও সুন্নাহের ঘ. বুদ্ধি ও বিবেকের

৫. এমতাবস্থায় আকরামের উচিত-

i. তার এই মত পরিবর্তন করা

ii. ভুলবুঝে আলেম হওয়ার শর্ত মেনে নেওয়া

iii. কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে কথা বলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা আফসার উদ্দিন ইদুল আযহার খুতবা পুর্ব আলোচনায় বললেন- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবি ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের মত কুরবানি দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কুরবানি হবে আল্লাহর জন্য। আলি মিয়া বললেন- হুযুর সারা বছর গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানি দেব। মাওলানা আফসার উদ্দিন তাকে বললেন- নিয়ত ঠিক না হলে কুরবানি হবে না।

ক. কুরবানি অর্থ কী?

খ. কুরবানির মাধ্যমে সমাজে কী শিক্ষা অর্জন হয়?

গ. মাওলানা আফসার উদ্দিনের বক্তব্য ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আলি মিয়ার বক্তব্যটি শরিয়ত সম্মত কিনা বিশ্লেষণ কর।

## তৃতীয় পাঠ

# সালাতুল মুসাফির

# صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

### মুসাফিরের পরিচয় ও সফরের দুরত্ব

মুসাফির (مُسَافِرٌ) শব্দটি سَفَرٌ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ; অর্থ যিনি ভ্রমণ করেন। শরিয়তের পরিভাষায় যে ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত ভ্রমণ করার নিয়তে নিজ এলাকা থেকে বের হয় তাকে মুসাফির বলে। ফকিহগণের গবেষণায় ৫৭ মাইল বা ৯২.৫৪ কিলোমিটার সফরের নিয়ত করে ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও ১৫ দিন বা ততোধিক অবস্থানের নিয়ত না করলে মুসাফির হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক ফকিহ কমপক্ষে ৪৮ মাইল তথা ৭৭.২৮ কিলোমিটার সফর করলেই মুসাফির হিসাবে গণ্য করেন।

সফরে সালাত আদায়ে কসর (قَصْرٌ) করতে হয়। قَصْرٌ শব্দের অর্থ কম করা, সংক্ষেপ করা।

সফরে সালাতে قَصْرٌ করার হুকুম পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ .

অর্থ: তোমরা যখন যমিনে সফর করবে তখন তোমাদের জন্য সালাতের কসর করায় কোন আপত্তি নেই। (সুরা নিসা, ১০১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কসরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান হিসেবে আখ্যায়িত করে ইরশাদ করেন–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اُمَّتَه بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوْا صَدَقَتَه.

অর্থ: এটা এমন এক বিশেষ দান, যা আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে দিয়েছেন অতএব তোমরা আল্লাহর এই দান গ্রহণ কর।

পায়ে হেটে বা উটে চড়ে যেতে তিনদিন তিনরাত সময় লাগে কমপক্ষে এতটুকু দূরত্ব ভ্রমণের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়ে নিজ মহল্লা অতিক্রম করলেই সে মুসাফির হবে এবং মহল্লায় ফিরে না আসা পর্যন্ত মুসাফির থাকবে। এবং তাকে কসর সালাত আদায় করতে হবে। এ দূরত্বের কোন নির্দিষ্ট স্থানে একাধারে ১৫ দিন অবস্থান করলে সেখানে সে মুকিম হবে, তাকে পুরো সালাত আদায় করতে হবে। কিন্তু গমনাগমন পথে কসর পড়তে হবে। একাধারে ১৫ দিনের কম কোথাও থাকার নিয়ত না করলে

সাহু সিজদা করতে হবে। তদ্রূপ মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাতে ইমাম জোরে জোরে কিরআত না পড়লে, সালাতে তেলাওয়াতে সাজদা আদায় করতে ভুলে গেলে, সাহু সিজদা দিতে হবে।

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার সময় যদি ইমামের ওয়াজিব বাদ পড়ে এবং তিনি সাহু সাজদা আদায় করেন, ইমামের অনুসরণে সকল মুক্তাদিকে এ সাজদা দিতে হবে। সুরা ফাতিহার পর সুরা মিলানো ওয়াজিব। যদি কেউ সুরা ফাতিহার পর সুরা না পড়ে রুকুতে চলে যায়, অথবা সুরা ফাতিহা না পড়ে সরাসরি অন্য সুরা পড়ে রুকুতে যায়, তাঁর উপর সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে। ইমাম হোক বা একাকী সালাত আদায়কারী হোক ভুলে দাঁড়ানোর স্থলে বসে থাকলে অথবা বসার স্থলে দাঁড়িয়ে থাকলে সাহু সিজদা করতে হবে।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. السهو অর্থ কী?

ক. ভুল করা খ. লোকমা দেওয়া
গ. অজান্তে কোন কাজ বাদ দেওয়া ঘ. ভুলের সিজদা করা

২. সাহু সিজদা কখন আদায় করতে হয়?

ক. দ্বিতীয় রাকাতে খ. তৃতীয় রাকাতে
গ. চতুর্থ রাকাতে ঘ. শেষ রাকাতে তাশাহুদ পড়ার পর

৩. সাহু সিজদার মাধ্যমে সংশোধন হয়–

i. ওয়াজিব তরকের ভুল
ii. ফরজ তরকের ভুল
iii.সুন্নত তরকের ভুল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

ইশরাক মাগরিবের জামাআতে শরিক হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম সাহেব সুরা ফাতেহা পড়েন নি এবং শেষ বৈঠকে সাহু সিজদা না দিয়েই সালাত শেষ করেন।

৪. ইমাম সাহেব সালাতের কোন বিধান লংঙ্ঘন করেন?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫. দ্বিতীয় রাকাতে ভুলের পর ইমাম সাহেবের করণীয় ছিল–

i. সুরা ফাতেহা পড়ে নেওয়া

ii. সাহু সিজদা করে নেওয়া

iii. পুনঃরায় সালাত আদায় করে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

সোবহান সাহু সিজদার বিষয়টি ক্লাশে পড়েছে। মহল্লার ইমাম সাহেব আয়াতে সাজদা তেলাওয়াত করে সিজদা আদায় না করেই সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করেন। সোবহান সালাতে লোকমা দেয়। ইমাম সাহেব সাহু সিজদা না দেওয়ায় সালাত পুনরায় আদায় করতে বললে, তিনি তাতে রাজি হননি।

ক. সাহু সিজদা কাকে বলে?

খ. সাহু সিজদার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইমাম সাহেবের কাজটি ইসলামি শরিয়তের বিধানানুযায়ী কেমন? উল্লেখ কর।

ঘ. সোবহানের কাজটি ফিকহের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পাঠ

# নফল সালাত

# صَلَاةُ النَّوَافِل

## নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

মানব জীবনে নফল সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ البِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ العَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ

অর্থঃ বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত আমলের মধ্যে দু রাকাত (নফল) সালাতের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই। যতক্ষণ বান্দা এ সালাতে থাকে তার মাথায় নেকি পড়তেই থাকে। (জামে তিরমিযি)

নফল সালাত ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন-

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আমাদের পরওয়ারদেগার সব কিছু জানেন তারপরও ফেরেশতাগণকে বলবেন- দেখোতো আমার এই বান্দার সালাত কি পূর্ণাঙ্গ না কিছু ঘাটতি আছে? যদি সালাত পূর্ণাঙ্গ থাকে ফেরেশতা পূর্ণাঙ্গ হিসেবেই রেকর্ড করবেন। আর যদি অপূর্ণাঙ্গ থাকে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন- দেখো এ বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি? যদি তার নফল সালাত থাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন- আমার বান্দার নফল সালাত দিয়ে ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করে দাও। এরপর তার আমল ঐ অবস্থায় ফয়সালার জন্য উত্থাপিত হবে। (মুস্তাদরাক হাকিম)।

## সালাতুত তাহাজ্জুদ পরিচয় ও মর্যাদা

তাহাজ্জুদ (تَهَجُّدٌ) অর্থ রাত জাগা, ঘুম থেকে উঠা। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে এ সালাত আদায় করা হয়, বিধায় এ সালাতকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় হাবিব (ﷺ)-কে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

অর্থঃ আর রাতের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদ পড়তে থাকুন। এটা আপনার জন্য আল্লাহর অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও দয়া। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে)। (সুরা বনি ইসরাইল, ৭৯)

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা সুন্নত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিয়মিত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

ফরয সালাতের পর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সালাত হচ্ছে রাতের তাহাজ্জুদ সালাত। (সহিহ মুসলিম)

পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে-

১। তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হওয়া নৈরাশ্য রোগ আরোগ্যের অন্যতম মাধ্যম।

২। তাহাজ্জুদ সালাত অশান্তি ও অনিদ্রার মহৌষধ।

৩। মানসিক রোগের জন্য এ সালাত অব্যর্থ ঔষধ।

৪। রগের টানা-পোড়া রোগের জন্য এ সালাত উপকারী।

৫। মস্তিষ্ক বিকৃত ও পাগলদের জন্য এ সালাত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

৬। তাহাজ্জুদ দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে, দেহে আনন্দ, উৎসাহ, কর্মস্পৃহা ও সীমাহীন শক্তি সঞ্চার করে।

তাহাজ্জুদ সালাত নিম্নে দুই রাকাত এবং উর্ধ্বে ৮, ১০, ১২ রাকাত। তবে রসুলুল্লাহ (ﷺ) দুই দুই রাকাত করে বেশিরভাগ সময় ৮ রাকাত সালাত আদায় করতেন।
তাহাজ্জুদ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

শেষ রাতে দোআ কবুল হয়। তাই তাহাজ্জুদ সালাতের পর দোআ করা উত্তম আমল।

## সালাতুত তাসবিহ

এ সালাতের ফযিলত ও মর্যাদা অনেক। এ সালাত চার রাকাত। এই চার রাকাত এক নিয়তে পড়তে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুত্রে বর্ণিত হাদিসের মর্মে জানা যায়, এই সালাতের ফযিলত অপরিসীম। আল্লাহপাক এর বিনিময়ে অশেষ সওয়াব দান করেন এবং সকল গুনাহ মাফ করে দেন। এই সালাতের নাম সালাতুত তাসবিহ।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো, সাক্ষ্য দানকারী যেন সত্যবাদী, ধর্মপ্রাণ ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান হয়। চাই সে মহিলা কিংবা পুরুষ হোক।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাওয়ালের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই জন নির্ভযোগ্য পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

**আত্মশুদ্ধির জন্য সাওম**

সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ্য হলো, তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের সিয়াম সাধনার বিধান দেওয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিলো। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সুরা বাকারা, ১৮৩)।

আত্মিক পরিশুদ্ধি তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মাৎসর্য তথা রিপু সমূহকে দমন করার জন্য এ সিয়াম সাধনা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের কলব বা আত্মাকে পূতঃপবিত্র করবে তখনই আল্লাহর বাণী আল কুরআনের নুর তার অন্তরে স্থান পাবে। রমযানের অর্থই হলো অন্তরে বিদ্যমান সকল পাশবিক স্বভাবকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে মানবিক শক্তিকে প্রবল ও সুদৃঢ় করা। ইমান ও আমলের আয়নায় বিদ্যমান ময়লা আবর্জনা সাফ করে আল্লাহর দিদার ও নৈকট্য হাসিল করার যোগ্যতা অর্জন করা। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (رحمه الله) বলেছেন, রমযানকে রমযান এ জন্য নাম রাখা হয়েছে যে-

لانَّه يَغْسِلُ الْأَبْدَانَ مِنَ الآثَامِ غُسْلاً وَ يُطَهِّرُ الْقُلُوْبَ تَطْهِيْرًا.

অর্থ: কেননা এ মাস মানুষের শরীরকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে এবং অন্তরকে পূতঃপবিত্র করে।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভি (رحمه الله) বলেন-

সাওম শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ। কেননা সাওম ফেরেশতা শক্তিকে প্রবল ও পশু শক্তিকে দূর্বল করে দেয়। আত্মার পরিশুদ্ধতা এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখার জন্য সাওমের ন্যায় উপকারি আমল অন্য আর কিছুই নেই।

## শাওয়ালের ছয় সাওম ও তার মর্যাদা

শাওয়াল মাসে ৬টি সাওম পালন করা সুন্নত। এ সাওম শাওয়াল মাসের যে কোন সময় রাখা যায়। এর জন্য ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়েও রাখা যায়। এ সাওমের অনেক ফযিলত হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রমযানের সাওম পালন শেষে শাওয়ালের ছয় দিন সাওম পালন করলো সে যেন পুরো বছর সাওম পালন করলো। (সহিহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ)আরো বলেন : যে ব্যক্তি রমযানের সাওম শেষে শাওয়ালের ছয়টি সাওম পালন করলো সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হলো যেন তার মা তাকে আজই প্রসব করলো।

(সহিহ মুসলিম ও সুনানু আবি দাউদ)।

## আশুরার সাওম

মুহাররম মাসের দশ তারিখকে ইয়াওমুল আশুরা বা আশুরার দিন বলা হয়। মক্কার কুরাইশরাও ঐ দিনে সাওম পালন করত এবং কাবা ঘরে নতুন গিলাফ লাগাতো। মহানবি (ﷺ) মদিনায় এসে দেখলেন যে, ইহুদিরাও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মুক্তির দিন হিসাবে ঐ দিন সাওম পালন করে, তখন আল্লার হাবিব বললেন মুসা (ﷺ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে অধিক হকদার। এরপর নিজেও সাওম পালন করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও সাওম পালনের আদেশ দিলেন।

আশুরার দিনে কেবল মাত্র একটি সাওম পালন করা মাকরূহ। দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ অথবা এগার তারিখে সাওম পালন করা উচিত। এভাবে আশুরার সাওম পালনে সেদিনের ফযিলতও পাওয়া যায় এবং ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্যও হয় না। কারণ ইহুদি ও নাসারারা সম্মানিত দিন হিসেবে ঐ দিনটিতে সাওম পালন করে থাকে।

## মানতের সাওম

মানতের সাওম আদায় করা ওয়াজিব। কোন নির্দিষ্ট দিনে সাওম পালন করার মানত করলে সেই দিনে সাওম পালন করা ওয়াজিব। দিন নির্দিষ্ট না করলে যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই মানতের সাওম আদায় করা যায়। তবে বছরে যে পাঁচ দিন সাওম আদায় করা হারাম সে সকল দিনে মানতের সাওম পালন করা যাবে না। মানতের সাওম পালনে বিনা কারণে বিলম্ব করা ঠিক নয়।

### সুন্নত ও নফল সাওম রাখার পর ভঙ্গ করা

যে সাওম নবি করিম (ﷺ) স্বয়ং আদায় করেছেন এবং করতে বলেছেন তা সুন্নত সাওম। এ সাওম পালন করলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। সুন্নত ও নফল সাওম ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত সাওম ছাড়া সব সাওমই নফল। নফল সাওম নিয়মিত পালনে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। নফল সাওম রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শাবানের চাঁদের ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ তালাশ করার হুকুম কী?

ক. মুবাহ খ. সুন্নত

গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ

২. সিয়াম সাধনার মূল লক্ষ কী?

ক. উচ্চ মর্যাদা লাভ করা খ. বিপুল পরিমাণ সওয়াব হাসিল করা

গ. তাকওয়া অর্জন করা ঘ. আখেরাতে নাজাত লাভ করা

৩. আশুরার সাওম কয়টি?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৪. মানতের সাওম আদায়ের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫. নফল সাওম রেখে ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম হলো, তা পুনরায় আদায় করা-

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৪. রমযানের প্রকৃত অর্থ হলো-

i. ধৈর্য শক্তির প্রকাশ করা

ii. শরিরের মেদ কমানো

iii. অন্তরের পাশবিক শক্তিকে ছাই করে মানবিক শক্তিকে প্রবল ও সুদৃঢ় করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

২৯ শাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় আমিন উদ্দিন চাঁদ দেখতে পায়নি। সে রাতে ৮টার রেডিও সংবাদে রমযানের চাঁদ উঠার সংবাদ শুনেও বিশ্বাস না হওয়ায় সাওম পালন করেনি।

৫. আমিন উদ্দিনের সাওম পালন না করা শরিয়তের কোন বিধানের আওতায় পড়েছে।

ক.হারাম খ. মকরূহ

গ. মুবাহ ঘ. কোনটিই নয়

৬. এমতাবস্থায় আমিনউদ্দিনের করণীয় হচ্ছে-

i. শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করা

ii. বিনা প্রশ্নে সংবাদ মেনে নেওয়া

iii. নির্ভরযোগ্য পুরুষের সাক্ষী গ্রহণ করে পরের দিনের সাওম পালন নিশ্চিত করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আমেনা জে, ডি, সি পরীক্ষার্থী। ২৯শাবান সন্ধায় রমযানের চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার হলে আমেনার মা বলছে তোর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মায়ের কথা না শুনে সে রোযা রাখে।

ক. শাবানের ৩০তম দিবসে রমযানের রোযা চাঁদ প্রমাণে কতজন স্বাক্ষী লাগবে?

২। নেসাব পরিমাণ মালের মালিক।

৩। নিজ সন্তান, অর্থ : ছেলে, নাতি ও নাতনি।

৪। নিজ পিতা, মাতা, দাদা ও দাদি।

৫। কোন অমুসলমান ব্যক্তি বিধর্মী রাজ্যের প্রজা হলে।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الإعتكاف। অর্থ কী?

ক. মসজিদে অবস্থান করা

খ. নির্জনে অবস্থান করা

গ. শুধু অবস্থান করা, কোন জিনিসকে বাধ্যতামূলকভাবে আঁকড়ে ধরে রাখা

ঘ. জনসমাজ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখা

২. الإعتكاف। কত প্রকার?

ক. ২ খ.৩

গ. ৪ ঘ. ৫

১. صدقة অর্থ কী?

ক. উপহার খ. দান

গ. নগদ দান ঘ. পারলৌকিক দান

২. সদাকাতুল ফিতরের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ.ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. সদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ কত?

ক. ১.৭৫ কেজি খ. ২.১৫ কেজি

গ. ৩.৫ কেজি ঘ. ৪ কেজি

৩. ইতেকাফ হচ্ছে–

i. একটি উত্তম আমলে সালেহ

ii. একটি সদকায়ে জারিয়া

iii. একটি সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

নোমান মহল্লার মসজিদে ইতেকাফ করছে। পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পণ্য মসজিদে নিয়ে বিক্রি করছে।

৪. শরিয়তের দৃষ্টিতে নোমানের কাজটি কেমন হয়েছে?

ক.জায়েয খ. ফাসেদ

গ. মাকরূহ ঘ. হারাম

৬. এমতাবস্থায় নোমানের করণীয় হচ্ছে-

i. মসজিদেই পণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখা

ii. পণ্য বাড়িতে রেখেই বিক্রি করা

iii. পণ্য বিক্রি একেবারেই না করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রিফাত ও হাসিব মাদরাসায় পড়ে। ইতেকাফের ফযিলত জানতে পেরে রমযানে ইতেকাফ করে। রিফাত সারাক্ষণ মসজিদে থাকে। হাসিব শরয়ি ওজর ছাড়াই মসজিদের বাইরে যায়। রিফাত তাকে বাধা দিলে সে বলে মসজিদের বাইরে মানুষকে দীনের দাওয়াত দেওয়া যায়।

ক. ইতেকাফ কাকে বলে?

খ. ইতেকাফ  কত প্রকার প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যা কর?

গ. হাসিবের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিফাতের কাজটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। সাদিক ও ফুয়াদ রোযা রেখেছে। রমযানে কেনাকাটা করে টাকা শেষ করেছে। সাদিক গরিব সে ইদের দিন সকালে ফিতরার অনেক টাকা পেয়েছে এবং নিজের ফিতরাও আদায় করেছে। ফুয়াদ আদায় করেনি।

ক. সদাকাতুল ফিতর কী?

খ. সদাকাতুল ফিতর কার উপর ওয়াজিব?

গ. সাদিকের ফিতরা আদায় শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফুয়াদের কাজটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩। আলি ও আসাদ দুই বন্ধু দুজনই মালেকে নেসাব। আলি রমযান মাসে মালের হিসাব করে যাকাত দিয়েছে এবং পরিবারের ফিতরাও আদায় করেছে। আসাদ প্রতিবেশি ও গরিব আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করলেও সদাকাতুল ফিতর আদায় করেনি। আলি তাকে ফিতরা দিতে বললে, সে বলল যাকাত তো গরিব আত্মীয় ও প্রতিবেশিকে দিয়েছি; ফিতরা দিতে হবে না।

ক. ফিতরা কাকে দেওয়া যাবে?

খ. ফিতরা কাদেরকে দেওয়া যাবে না?

গ. আসাদের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আলির কাজটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

# যাকাত

# اَلزَّكَاةُ

## প্রথম পাঠ

## যাকাতের আহকাম ও উপকারিতা

## أَحْكَامُ الزَّكَاةِ وَفَوَائِدُهَا

### যে সব সম্পদের যাকাত ফরজ

কয়েক প্রকার সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরজ, সেগুলো হলো–

(১) ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ

অথবা ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৫৩ গ্রাম রৌপ্য

অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বৎসর পর্যন্ত মালিকানায় থাকলে।

উল্লেখ্য যে, সম্পদের মূল্যের ২.৫% হিসেবে যাকাত দিতে হবে।

(২) উট-গরু-ছাগল।

উট কমপক্ষে ৫টি হলে,

গরু ৩০টি হলে,

ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরজ হয়।

(৩) উৎপাদিত ফসল। যেমন: গম, যব, ছোলা, চাল, ডাল, খেজুর, আঙ্গুর, যায়তুন ইত্যাদি। কম হোক বা বেশি হোক যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

### যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্য

যাকাত আদায় করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধমে তার সন্তুষ্টি লাভ করা। বিশেষত: সম্পদ ও সম্পদের মালিককে যাকাতের মাধ্যমে পবিত্র করা, বরকতময় করা এবং আখেরাতে যাকাত আদায় না করার সাজা হতে মুক্তি লাভ করা। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে যাকাত দাতা বা ধন সম্পদের মালিকের হৃদয় মন পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র হয় যাকাত দাতার চরিত্র। বিদূরিত হয় তার কার্পণ্য স্বভাব।

**(ছ) ভাড়া দেওয়া বাড়ি ও আসবাব পত্রের যাকাত**

ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত বাড়ি কিংবা ক্রয়কৃত বাড়ি ও দালান কোঠায় যাকাত নেই। ভাড়া বাবদ আয়ের উপর যথা নিয়মে যাকাত ফরয হয়। আসবাবপত্রের কোন যাকাত নেই। তবে যে সকল আসবাবপত্র ভাড়া দেওয়া হয়। যেমন: দোকান, গাড়ি, রিক্শা, নৌযান, ডেকারেশনের আসবাবপত্র ইত্যাদির ভাড়ার আয়ের উপরে যাকাত ফরয হবে।

**(জ) প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত**

প্রভিডেন্ট ফান্ড যেহেতু স্বাধীনভাবে উত্তোলন করার সুযোগ নেই, তাই নিজের হাতে অর্থ না আসা পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না। হাতে আসলে তখন নেসাব পরিমাণের বছরান্তে যাকাত দিতে হবে।

**(ঝ) ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার যাকাত**

ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার মালিকানা যেহেতু নিজের স্বাধীনভাবে ভোগ করা যায় তাই গচ্ছিত আমানতের যাকাত দেওয়া ফরয। ফিক্সট ডিপোজিটের টাকার যাকাত দিতে হবে। প্রতি বছর আদায় করে না থাকলে টাকা উত্তোলনের পর প্রতি বছরের হিসাব করে যাকাত পরিশোধ করতে হবে।

**(ঞ) মেশিনারী সম্পদের যাকাত**

কারখানার মেশিনারি ও আবাস গৃহের উপর যাকাত ফরয নয়। কারখানার মেশিনারি ব্যবহার করে যে আয় হবে তাতে যাকাত ফরয হবে।

**(ট) সিকিউরিটি মানির যাকাত**

সিকিউরিটি বা জামানতের সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা জমাকৃত ব্যক্তির থাকে তাই তাতে যাকাত দিতে হবে। তবে সম্পদ হাতে আসার পূর্বেও প্রতি বছর দেওয়া যাবে। অথবা সম্পদ হাতে আসার পর পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে। জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে না।

**(ঠ) হারাম মালের যাকাত**

হারাম মাল যতই হোকনা কেন এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই হারাম মালের যাকাত নেই। তবে হারাম মাল যদি হালাল মালের সাথে এমনভাবে মিশে যায়, পৃথক করা প্রায় অসম্ভব এ অবস্থায় সমুদয় মালের যাকাত দিতে হবে।

**(ড) অমুসলিমকে যাকাত**

অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে তাদের প্রয়োজন পুরণের জন্য নফল খাত থেকে দান করা বৈধ।

## যাকাত আদায় না করার পরিণাম

নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হয়েও যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র অপবিত্রই হয় না বরং এরূপ সম্পদশালীর জন্য ভয়াবহ পরিণাম অবধারিত রয়েছে। যাকাত আদায় না করার যেমন কঠিন, কঠোর ও নির্মম পরিণতির কথা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষিত হয়েছে তেমনটি সালাত আদায় না করার জন্যও ঘোষিত হয়নি।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

অর্থঃ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, তাদেরকে শুনিয়ে দিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের ললাটে, পাজর ও তাদের পৃষ্ঠদেশ। বলা হবে : এই সম্পদই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখে ছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সুরা তাওবা, ৩৪-৩৫)

এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ اتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَه مُثِّلَ لَه مَالُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَه زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ وَ اَنَا كَنْزُكَ .

অর্থঃ আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতে দিন মারাত্মক বিষধর সর্পের আকার ও রূপ ধারণ করবে, তার কপালের উপর দু'টি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাত বা দুটি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপটি তার মুখের দুই পাশে, দুই গালের গোশত খেতে থাকবে আর বলতে থাকবে 'আমিই তোমার মাল-সম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। (সহিহ বুখারি ও সুনানু নাসায়ি) হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তার একজন হলো, যে সম্পদশালী মুসলিম যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকে। যাকাত প্রদান করে না বা টালবাহানা করে এরূপ মুসলিমকে হাদিসে مَلْعُوْنٌ বা অভিশপ্ত বলা হয়েছে।

### আদর্শ সমাজ গঠনে যাকাতের ভূমিকা

যাকাত একটি ফরয ইবাদত। যাকাত প্রদান করার জন্যে (اٰتُوا الزَّكٰوةَ) কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার অর্থই হল যার সম্পদ আছে তিনি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে অসহায় গরিব মিসকিনকে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে বসবাস করার সুযোগ করে দেবেন। তারা যাকাত নিতে আসবে না, বরং যাকাত দাতা নিজে গিয়ে তাদের দিয়ে আসবেন। সমাজে বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ যদি কুরআন সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাকাত প্রদান করেন এবং রাষ্ট্র যদি পরিকল্পনা ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা নেয় তাহলে যাকাত ব্যবস্থাই সকল বেকারত্ব ও অসহায়ত্ব দূর করতে সক্ষম।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বর্ণ বা রৌপ্যের যাকাতের নিসাব কী?

ক. স্বর্ণ ১০ তোলা বা রৌপ্য ৭০তোলা
খ. স্বর্ণ ৮ তোলা বা রৌপ্য ৬০ তোলা
গ. স্বর্ণ ৭.৫ তোলা বা রৌপ্য ৫২.৫ তোলা
ঘ. স্বর্ণ ১৫ তোলা বা রৌপ্য ৪০ তোলা

২. গরুর যাকতের নিসাব কী?

ক. ৫টি খ. ৩০টি
গ. ৪০টি ঘ. ৪৫টি

৩. উটের যাকাতের নিসাব কী?

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ১০টি

৪. ছাগল বা ভেড়ার যাকাতের নিসাব কী?

ক. ৩০টি খ. ৩৫টি
গ. ৪০টি ঘ. ৫০টি

৫. উৎপাদিত ফসলের নিসাব কী?

ক. ৪০০ কেজি খ. ৫০০ কেজি
গ. ৬০০ কেজি ঘ. কম হোক বেশী হোক

৬. যাকাতের খাত কয়টি?

ক. ৬টি খ. ৭টি

গ. ৮টি ঘ. ৯টি

৭. যাকাত আদায় করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো-

i. দারিদ্র্য দূর করা

ii. আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি লাভ করা

iii. সামাজিক ও আর্থিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

মাসুদ একজন ধনী ব্যক্তি। রমযানে যাকাতের টাকা দিয়ে মুসুল্লিদের যেয়াফত বা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।

৮. শরিয়তের দৃষ্টিতে মাসুদের কাজটি কী হয়েছে?

ক. صحيح খ. مستحب

গ. باطل ঘ. مكروه

৯. এমতাবস্থায় মাসুদের করণীয় ছিল-

i. যাকাতের খাতসমূহ জেনে নেওয়া

ii. পিতা-মাতার সেবায় খরচ করা

iii. যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যায় করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও ii

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# যবেহ্ ও মানত

# اَلذَّبْحُ و النَّذرُ

## প্রথম পাঠ

# যবেহ্

### যবেহ্-এর পরিচয়

যবেহ (اَلذَّبْحُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১। قَطْعُ الْعُرُوْقِ বা রগ কেটে দেওয়া।

২। اِجْرَاءُ الدَّمِ বা রক্ত প্রবাহিত করা।

৩। اَلشَّقُّ বা বিদীর্ণ করা।

৪। اِزْهَاقُ الْحَيْوَانِ বা প্রাণী বধ করা।

৫। اَلْجُهْدُ বা কষ্ট দেওয়া।

اَلذِّبْحُ শব্দের ذ বর্ণে كَسْرَةٌ বা যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে مَا اَعَدَّ لِلذَّبْحِ অর্থ : জবাইয়ের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়। যেমন আল কুরআনে হযরত ইব্রাহিম (ﷺ)-এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে–

وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ: আর আমি তাকে তার পরিবর্তে দান করলাম এক মহান যবেহের জন্তু।

(সুরা সাফফাত, ১০৭)

শরিয়তের পরিভাষায় ذَبْحٌ বলা হয়–

اَنْ يَّقْطَعَ الْعُرُوْقَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحَيْوَانِ مَعَ التَّسْمِيَّةِ.

অর্থা : বিসমিল্লাহ বলে প্রাণীর চারটি রগ কেটে দেওয়াকে ذَبْحٌ বা ذَبِيْحَةٌ বলে।

### যবেহ্-এর শর্ত

১। যবেহকারী ব্যক্তি তাওহিদে বিশ্বাসী হতে হবে। যেমন মুসলিম ব্যক্তি আকিদাগত দিক থেকে তাওহিদে বিশ্বাসী। ইয়াহুদি, খ্রিষ্টানগণ আহলে কিতাব হলেও বর্তমান আকিদা ও আমলের দৃষ্টিকোণে তাদের যবাইকৃত পশুপাখি না খাওয়া উত্তম। অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী বা মুরতাদ ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল নয়।

২। যবেহকারী যবেহের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা। যে সকল জন্তু ও পাখির গোশত খাওয়া বৈধ তা হালাল হওয়ার জন্য بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ বলে যবেহ করা শর্ত। যবেহ করা হলে গোশত থেকে অপবিত্র রক্ত বের হয়ে যায়, আর এতে গোশত হালাল হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ৫ম খন্ড)

আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ .

অর্থঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা পশু, শ্বাসরোধে মৃত পশু, আঘাতে মৃত পশু, উচ্চস্থান থেকে পতনের কারণে মৃত পশু, শিং এর আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জানোয়ারে ভক্ষণ করা পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া, যা মূর্তি পূজার বেদীতে বলি দেওয়া হয় এবং যা লটারীর তীর দিয়ে বন্টন করা হয়। এ সব পাপ কাজ। (সুরা মায়িদাহ, ৩)

উক্ত আয়াতে জবাই করা জন্তুকে হালাল করা হয়েছে।

জবাইকারী যদি মুসলমান হয় কিন্তু ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পড়েনি অথবা অল্প বয়স্ক কিশোর যে বিসমিল্লাহ শিখেনি তার জবাইকৃত পশু পাখি খাওয়া হালাল হবে না। কুরআন মাজিদে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন–

وَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّه لَفِسْقٌ.

অর্থঃ যে যবেহতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি তা তোমরা খাবে না, এটা পাপ।

(সুরা আনআম, ১২১)

**যবেহের প্রকার**

যবেহ সাধারণত দু প্রকার। যথা–

(১) ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ বা স্বাভাবিক যবাই।

(২) ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ বা জরুরী মূহুর্তের জবাই।

ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ এটা حُلْقُوْمٌ বা খাদ্যনালী এবং لَبَّةٌ বা বুকের উপর অংশের মাঝখানে হতে হবে। এতে চারটি রগের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি রগ অবশ্যই কাটা যেতে হবে। সে রগ চারটি হলো-

(১) اَلْحُلْقُوْمُ বা খাদ্যনালী, (২) اَلْمِرِّيُّ বা শ্বাসনালী, (৩) ও (৪) اَلْوَدْجَانُ বা দুটি শাহরগ।

ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ-এর জন্য কোন স্থান নির্ধারিত নেই; বরং প্রাণীর যে কোন স্থানে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেই ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ হয়ে যাবে। ذَبْحٌ اِضْطِرَارِيٌّ তখনই জায়েয হবে যখন যবাইকারী ذَبْحٌ اِخْتِيَارِيٌّ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় প্রাণীর দেহের যে কোন স্থান হতে রক্ত প্রবাহিত করতে পারলে প্রাণী হালাল হয়ে যাবে।

**যবেহ করার মাসনুন তরীকা**

যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা হবে তা ধারালো হতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে, প্রাণীর কষ্ট কম হয় এবং রগ ভালোভাবে কেটে যায়। যেমন : ছুরি, তরবারী, কাঁচ, বাশের চটি, ধারালো পাথর এবং কাঠ নির্মিত ধারালো অস্ত্র। দাঁত বা নখ দ্বারা যবাই করলে জায়েয হবে না।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَ رَاَيْتَ اَحَدَنَا اَصَابَ صَيْدًا وَّ لَيْسَ مَعَه سِكِّيْنٌ اَنْ يَّذْبَحَ بِالْمُرُوَّةِ وَ شِقَّةُ الْعَصَا فَقَالَ اِمْرَارُ الدَّمِ بِمَا شِئْتَ وَ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ.

অর্থ: আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের কেউ শিকার পেল, কিন্তু তখন তার কাছে চাকু নেই, এমতাবস্থায় সে কি শানিত পাথর বা বাঁশের চটি দিয়ে যবেহ করতে পারবে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, রক্ত প্রবাহিত করবে যে জিনিস দ্বারই হোক এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে।
(আবু দাউদ, মিশকাত)

বন্দুক, পিস্তল, রিভলভারের গুলি দ্বারা শিকারকৃত জন্তু যবেহ করা ছাড়া হালাল হবে না।

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ বলে গলদেশে ছুরি চালাতে হবে। উটের বেলায় নহর বা বুকে ছুরি চালানো উত্তম। হলকুম, শ্বাসনালী এবং মোটা রগ দুইটির একটি। এই তিনটি কাটা গেলে যবেহ হয়ে যাবে। যবেহ করার পূর্বেই অস্ত্র ধারালো করা মুস্তাহাব।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান করা আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর ওয়াজিব করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন ভাল ভাবে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে তখন সুন্দর ভাবে যবেহ করবে।

ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা মাকরূহ। যবেহ করার পর রুহ বের হয়ে না যাওয়ার পর্যন্ত প্রাণী ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া বা চামড়া ছাড়ানো মাকরুহ। পাখি যবেহ করে সাথে সাথে গরম পানিতে দিয়ে তার চামড়া ছড়ানো মাকরুহ। কারণ পাখির ভেতরে বিদ্যমান নাপাকসমূহ গরম পানির প্রভাবে গোশতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ স্পর্শে কোন প্রাণী মারা গেলে এর গোশত খাওয়া জায়েয নেই।

## দ্বিতীয় পাঠ

# মানত

### মানতের পরিচয়

মানতকে আরবিতে নযর نَذْرٌ বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ মানত করা, ভয়-ভীতি দূর বা উদ্দেশ্যপূর্ণ হলে অথবা কোন জটিল সমস্যা, অভাব বা সংকট থেকে উদ্ধার হলে কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ও সংকল্প করা।

শরিয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

'আল্লাহর প্রতি সম্মান নিবেদনের লক্ষ্যে ওয়াজিব নয় এমন কোন কাজকে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া।' (কাওয়াইদুল ফিকহ)

নযর হালাল কাজ বা বস্তুতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

### মানতের শর্তাবলি

১। নযর (প্রতিজ্ঞা) কারী ব্যক্তি মুমিন হতে হবে

২। যে কাজের মানত করা হয় সেটা পুণ্যময় কাজ হতে হবে। সুতরাং গুনাহ বা অন্যায় কাজের মানত করলে তা বিশুদ্ধ হবে না

৩। নির্ধারিত সময় সীমায় বৈধ নযর পূর্ণ করতে হবে

৪। মানত পূরণে অক্ষম হলে কাফফারা আদায় করতে হবে

### মানতের রোকন

**মানতের রোকন বা ভিত্তি হলো–**

১। শরিয়ত সম্মত ক্ষেত্রে মানত করা।

২। মানতকারী সাধ্যের আওতায় মানত হওয়া।

৩। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং একমাত্র আল্লহর নামে মানত হওয়া।

যে কাজের মানত করা হবে সে কাজটি নেক কাজ হওয়ার অর্থ হলো, সেই কাজটি ইবাদতে মাকসুদাহ বা মৌলিক ইবাদত হতে হবে। যেমনঃ সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা ইত্যাদি।

অর্থঃ মানুষের অন্তরে এমন উত্তম ভাব বদ্ধমূল হওয়া যার ফলে মানুষের ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন কাজগুলো উত্তমভাবে সম্পন্ন করা যায়।

মানব জীবনে আখলাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের পার্থিব জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তিও নিরাপত্তা যেমন আখলাকে হাসানার উপর নির্ভরশীল, তেমনি তার পারলৌকিক সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা এর উপর নির্ভরশীল।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا.

অর্থঃ তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আখলাকে হাসানা বলতে এমন বিশেষ গুণাবলিকে বোঝায় যেসব গুণ মানুষের মাঝে উদ্ভাসিত হলে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই প্রতিটি কাজ সুচারু রূপে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

## রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর আখলাক

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ট সর্বদিক থেকে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব চরিত্রগুণে তিনি জিন, ইনসানের অনুকরণীয় আদর্শ, তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। মহান আল্লাহ তাআলা যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সনদ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : নিশ্চিতভাবে আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী। (সুরা আলকলম, ৪)

প্রিয়নবি (ﷺ) ছিলেন চলন্ত কুরআন। কুরআনই ছিল তার চরিত্র। হযরত সাদ ইবনে হিশাম (رضي الله عنه) উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (رضي الله عنها)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মাজান, আমাদেরকে রসুল (ﷺ)-এর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। জবাবে হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন–

أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ 'তুমি কি কুরআন পড় না' ?

সাহাবি জবাবে বললেন 'হ্যাঁ'। মা আয়েশা বলেন– كَانَ خُلُقُه' اَلْقُرْآن

অর্থ : তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। অর্থাৎ কুরআন মাজিদে যে সকল উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার উল্লেখ রয়েছে, সে সবই তার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

প্রিয়নবি (ﷺ) হলেন সর্বাঙ্গ সুন্দর, সর্বোতভাবে সফল মহামানব। যিনি ধর্মে, কর্মে, ইহ জীবনে, পর জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সংস্কার সাধনে, জ্ঞান, পুণ্যে-প্রেমে, বীরত্বে, সৎ-সাহসে, সংযমে,

ত্যাগে, সাবলম্বনে, সততায়, সত্যবাদিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, উদারতায়, ক্ষমায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, বিনয়ে, বিশ্বস্ততায়, সেবা, সহানুভূতি, ভক্তি, বদান্যতায়, শ্রমের মর্যাদায়, জীবে দয়ায়, সাম্য স্থাপনে, নারিজাতির উন্নয়নে, সদ্ব্যবহারে, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা জীবনের সকল পর্যায়ে তিনি আদর্শ ও মডেল হিসাবে জগতকে রহমতের ছায়াতলে এনেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

অর্থ : আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়ে ছিলেন, যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সুরা আলে ইমরান, ১৫৯)

প্রিয়নবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চরিত্রের একটি দিক ছিল তিনি সবার আগে সালাম দিতেন। হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি দশ বছর প্রিয়নবি (ﷺ)-এর খেদমতে ছিলাম। এ দশ বছরে একবারও হুযুরকে আগে সালাম দিতে পারিনি। তিনি আরো বলেন, আমি কোন মেশক বা আতরকে হুজুরের শরীরের ঘামের চেয়ে খুশবুদার পাইনি। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

দয়া ছিল প্রিয়নবি (ﷺ)-এর চরিত্রের ভূষণ। মানুষ, জিন, পশু-পাখি সবাই তার দয়া ও মায়ায় ধন্য হয়েছে। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন–

مَنْ لَايَرْحَمْ لَايُرْحَمْ

অর্থ : যে দয়া করেনা সে দয়া পায় না। (সহিহ বুখারি)

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বলেন–

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اِشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِلَّا تَرَكَهُ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) কোনো খাবারের দোষ বলতেন না। পছন্দ হলে খেতেন অন্যথায় রেখে দিতেন। (সহিহ বুখারি)

প্রিয়নবি (ﷺ) ছিলেন লজ্জাশীল। যে জিনিসই তার কাছে চাওয়া হতো তিনি তা দিয়ে দিতেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, রুগীর সেবা, আতিথেয়তা, আমানত রক্ষায় তিনি ছিলেন সবার সেরা। এক কথায় বলা যায় সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য উন্নত আদর্শ ও চরিত্রের মডেল ছিলেন তিনি। নিজেই বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لاتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

অর্থ: আমিতো প্রেরিতই হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য। (কানযুল উম্মাল, ২/৫)

তাই আমাদেরকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে দয়াল নবি (ﷺ)-এর অনুসরণ আবশ্যক।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ অর্থ কী?

ক. অসৎ চরিত্র খ. অসৎ অভ্যাস
গ. অসৎ দিক ঘ. অসৎ কথা

২. প্রিয়নবি (ﷺ)-এর চরিত্রের প্রমাণ কী?

ক. কুরআন খ. হাদিস
গ. হাদিসে কুদসি ঘ. কুরআন ও হাদিস

৩. আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য কে নির্দেশ দেন?

i. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
ii. রসুল (ﷺ)
iii. সাহাবায়ে কেরাম

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

মাহমুদ ও মামুন সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়। সালাতের পর ইমাম সাহেব সবাইকে পরস্পরের প্রতি উত্তম ব্যবহার করতে বলেন। মামুন বলল এটা অমূলক কথা।

৪. মামুনের ধারণা কিসের পরিপন্থি?

ক. কুরআনের খ. কুরআন ও হাদিসের
গ. ইজমার ঘ. কিয়াসের

৫. এমতাবস্থায় মামুনের করণীয় হলো-

i. সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা
ii. সবার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা
iii. সবার সাথে আলোকপাত করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুল্লাহ একজন হক্কানি মুর্শিদের কাছে বায়াত গ্রহণ করেন। মুর্শিদ তাকে বলেন, পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের সাথে সুন্দর যোগাযোগ রাখবে, উত্তম ব্যবহার করবে। ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই।

ক. خُلُقٌ অর্থ কী?

খ. আখলাকে হাসানা বলতে কী বুঝ?

গ. আবদুল্লাহর মুর্শিদের কথায় উত্তম চরিত্র কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই' কথাটি বিশ্লেষণ কর।

## ওয়াদা পালন (اَلْوَعْدُ)

ওয়াদা পালন একজন মানুষের অন্যতম গুণ। এর দ্বারা আল্লাহ ও বান্দাহ উভয়ের কাছে মানুষ সমাদৃত হয়। ওয়াদা পালন করার ফলে বিপদে আপদে মানুষের সহায়তা ও সহযোগিতা পাওয়া যায়। ওয়াদা পালন কে আল্লাহ তার একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعْدَ اللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلا.

অর্থ: আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কথার মধ্যে আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে?

ওয়াদা রক্ষা করা নবি রসুলগণের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ঠ্য। যেমন আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিচয় দিয়ে কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন–

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا

অর্থ: তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন প্রেরিত নবি।

(সুরা মারইয়াম, ৫৪)

## ধৈর্য (اَلصَّبْرُ)

ধৈর্য বা সবর (صَبْرٌ) শব্দের অর্থ অবিচল থাকা, ধৈর্য ধারণ করা। শরিয়তের পরিভাষায়–

الصَّبْرُ هُوَ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَكْرَه

অর্থ : অপছন্দনীয় বিষয়ের উপর নফসকে বেঁধে রাখা।

সবর ইবাদতের মূল। কেননা সবর না থাকলে ইবাদত করা সম্ভব নয়। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা সবরকারীদেরকে ভালবাসেন।

বিপদ, আপদ, বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ তাআলা এগুলো থেকে মুক্তি দেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ

অর্থ : ধৈর্য থেকে অধিক ভাল ও ব্যাপক দান আর হতে পারে না। (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে –

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার হিসাবের উর্ধ্বে।

হযরত আলি (رضي الله عنه) বলেন : দেহের মধ্যে মাথার গুরুত্ব যেমন ইমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক তেমন।

## আমানত রক্ষা (اَلْأَمَانَةُ)

আমানত (اَلْأَمَانَةُ) অর্থ নিরাপত্তা প্রদান করা, নির্বিঘ্নে রাখা, নষ্ট হতে না দেওয়া ইত্যাদি। সম্পদ বা কোন বস্তুকে যদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়, তা ধ্বংস না করা হয় তাহলে তাকে আমানত বলে। আর এ আমানত রাখার প্রক্রিয়াকে আমানতদারি বলা হয়।

ইসলামে আমানতদারির গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ اِلى اَهْلِهَا.

অর্থ: আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

(সুরা নিসা, ৫)

কুরআন মাজিদে প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলির কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

অর্থ: এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

(সুরা মুমিন, ৮ ও সুরা মাআরিজ, ৩২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) শ্রেষ্ঠ আমানতদার ছিলেন। ইসলাম প্রকাশের পূর্বে জাহিলী যুগেও তিনি শ্রেষ্ঠ আমানতদার হিসেবে সকলের নিকট আল-আমিন (اَلْأَمِيْنُ) বা একমাত্র বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হয়ে ছিলেন। চরম শত্রু মক্কার কাফিরেরাই তাকে এ উপাধি দিয়েছিলো।

তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لاَّ اَمَانَةَ لَه وَ لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَه.

অর্থ: যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ইমান নেই। আর যে অঙ্গিকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই। (বায়হাকী-মিশকাত)

আমানতদারি একটি সৎ ও মহৎ গুণ। কারো প্রয়োজনে সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা সংরক্ষণ করা এবং চাহিদা মতো ফেরত দেওয়া আমানতদারি। আমানতে খিয়ানত সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, শান্তি, নিরাপত্তা বিপন্ন করে তোলে। আমানতদারি থাকতে হবে কথায়, কাজে, লেনদেনে, আচার-আচরণে, বিচার-প্রশাসনে তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

## দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

আল্লাহপাক যাকে যে দেশে জন্ম নেওয়া মঞ্জুর করেছেন সে সেখানে জন্মেছে। তাই দেশ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত উপহার। জন্মভুমির কোলেই মানুষ লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়। এর পানি, মাটি, আলো-বাতাসের অবদান দেহের পরতে পরতে দেদীপ্যমান। তাই স্বদেশের প্রতি দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। আর সে কর্তব্য হলো, দেশকে ভালবাসা।

দেশকে ভালবাসার অর্থ- দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নতি-সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। শিক্ষায়- দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য- সংস্কৃতিতে সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার বুকে নিজ দেশকে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার সাধনা অব্যাহত রাখা। দেশকে ভালবাসার অর্থ- দেশের মাটির সঙ্গে মানুষকে ভালবাসা।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) তার রচিত জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে বলেন–

حُبُّ اَلْوَطَنْ مِنَ الْاِيْمَانِ

অর্থ : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

মনীষীর এ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মাটি ও মানুষকে ভালবাসে না সে আল্লাহকেও ভালবাসে না। দেশের আলো, বাতাস, ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকবে অথচ আল্লাহর দেওয়া এই জমিনকে অবজ্ঞা করবে তা হতে পারেনা । বিদেশের মাটিতে যখনই নিজ দেশের পতাকা দেখে, দেশের কোন ভাল সংবাদ শুনে প্রবাসীরা খুশিতে নেচে উঠে। দেশপ্রেমই জাগাতে পারে মনে বিশ্বপ্রেম, রসুলপ্রেম, আল্লাহ প্রেম। প্রিয়নবি (সঃ) মানবজাতিকে দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন। হিজরতের সময় বারবার মক্কার দিকে ফিরে ফিরে চোখের পানি ফেলেছেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হওয়া। দেশপ্রেম দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি।

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাকওয়া অর্থ কী?

ক. সংযমী খ. সাহসী

গ. সংগ্রহ ঘ. সুন্দর

২. আল কুরআনে তাকওয়ার পারিভাষিক অর্থ কয়ভাগে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. ৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

৩. নেআমতদানকারীর নেআমতকে বিনয়ের সাথে–

i. বোঝাকে শুকুর বলে

ii. স্বীকার করাকে শুকুর

iii. আস্থা পোষণ করাকে শুকুর বলে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii

গ. ii ঘ. ii ও iii

নাইম ও নাসরুল্লাহ একত্রে মাদরাসায় যায়। কিন্তু নাসরুল্লাহ বার বার নাইমের সাথে ওয়াদা খেলাফ ও দুর্ব্যবহার করে।

৪. নাসরুল্লাহর কাজটি কিসের বিপরীত?

ক. কুরআন খ. হাদিস

গ. কুরআন ও হাদিসের ঘ. ইহসান

৫. এমতাবস্থায় নাসরুল্লাহর করণীয় হলো-

i. কুরআন হাদিসের নির্দেশ পুর্ণভাবে মেনে চলা

ii. নিজের ইচ্ছামত চলা

iii. কুরআন ও হাদিসের বিধান আংশিক মানা

হযরত ইবনে ওমর (ﷺ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন –

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তাঁর কাপড় গোড়ালির নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না। তখন উম্মে সালমা (ﷺ) বলেন, তাহলে মেয়েরা তাদের আঁচলকে কী করবে? তিনি বলেন, এক বিঘত নিচে নামিয়ে দিবে। উম্মে সালমা (ﷺ) আবার বলেন; তাহলে তো তাদের পা অনাবৃত হয়ে পড়বে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন; তাহলে একহাত নিচে ঝুলিয়ে পরবে; এর বেশি নয়। (জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ী)

মহিলার শরীর পর্দায় আবৃত করার সাথে সাথে তার পরিধেয় বস্ত্রও আবৃত রাখা, এটা পর্দার সর্বোচ্চ স্তর। শরিয়ত সমর্থিত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে তাদেরকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أُولَى

অর্থ : এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন জাহেলীযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না। (সুরা আহযাব, ৩৩)

অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (ﷺ) রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুযরায় আসলে প্রিয়নবি (ﷺ) উম্মে সালমা ও মায়মুনা (ﷺ)-কে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযি ও আহমদ)

# মসজিদের আদব

## (آدَابُ الْمَسْجِدِ)

মসজিদ হলো رِيَاضُ اَلْجَنَّةُ বা জান্নাতের বাগান ও আল্লাহর ঘর। মসজিদকে সম্মান করা ইমানের দাবি। মসজিদে আগমন, প্রস্থান ও অবস্থানের জন্য কিছু আদব রক্ষা করা আবশ্যক। যেমন–

(১) মসজিদ আল্লাহর ঘর হিসেবে মনের আকর্ষণ সব সময় মসজিদের সাথে রাখতে হবে। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

رَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ

অর্থ : যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে সে আরশের নিচে ছায়া পাবে।
(সহিহ বুখারি)

(২) মসজিদে ঢুকতে ডান পা দিয়ে ঢুকতে হবে এবং বলতে হবে–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : আল্লাহর নামে দরুদ ও সালাম রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন। (মিশকাত, ৭০)

(৩) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হওয়ার সময় পড়তে হবে–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : আল্লাহর নামে; দরুদ ও সালাম রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ আমি আপনার অনুগ্রহ চাই। (মেশকাত, ৭০)

(৪) মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)
এ দুই রাকাত সালাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়।

(৫) মসজিদকে পূত পবিত্র রাখা, কোন প্রকার দূর্গন্ধ যেন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা। রসুন, পিঁয়াজ জাতীয় কিছু খেয়ে মসজিদে না যাওয়া। শরীর বা কাপড় দুর্গন্ধ যুক্ত হলে বা পূর্ণ পবিত্র না হলে মসজিদে প্রবেশ না করা। বাজার, হোটেল বা আড্ডা খানার মত মসজিদ নোংরা পরিবেশ না করা। বিশেষ প্রয়োজন না হলে মসজিদে না শোয়া। মসজিদে বাজারের মত বেচা-কেনা না করা।

(৬) মসজিদে খুতবা ও সালাত আদায় করা ছাড়া বাকি সময় নিম্নের তাসবিহ পড়া–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ، اللهُ اَكْبَرُ

(৭) জুমুআর খুতবা মনোযোগের সাথে শোনা।

(৮) অন্যের সালাতের অসুবিধা হতে পারে এমন কথা না বলা ও কাজ না করা।

(৯) বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তেগফার করা ও দরুদ শরিফ পড়া ও প্রিয়নবি (ﷺ)-কে সালাম দেওয়া।

(১০) বড়দের সম্মান করে সামনের কাতারে স্থান দেওয়া, নিজে পেছনে সরে আসা।

(১১) মসজিদে অবস্থানকালীন নফল ইতেকাফের নিয়তে থাকা।

## কথার আদব

## (آدَابُ الْكَلَامِ)

মানুষের কথা বলার শক্তি পরম করুণাময় আল্লাহর এক অপূর্ব নেআমত। কথার দ্বারাই মানুষ সম্মানিত হয় আবার কথার দ্বারাই মানুষ অপমানিত হয়। মানুষ মুখ দিয়ে যে শব্দই বের করবে আল্লাহ তাআলা তা হুবহু সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ : মানুষ যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।

(সুরা কাফ, ১৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা।

(সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

কথা বলার আদব অনেক, নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপস্থাপিত হলো–

(১) কথা হতে হবে বিশুদ্ধ ভাষায়।

(২) সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে।

(৩) প্রয়োজনবোধে কথা বলবে, আর যখনই কথা বলবে কাজের কথা বলবে।

(৪) কথা বলার সময় শালীনতা, নম্রতা ও মুচকি হাসির সাথে মিষ্টি কথা বলবে।

এত ক্ষীণ আওয়াজে বলবে না যে শ্রোতা তা বুঝতে পারেনা, আবার এমন কর্কশ আওয়াজে চিৎকার দিয়েও বলবে না যাতে ব্যক্তির কষ্ট হয়।

(৫) অশ্লীল, গীবত, অপবাদ, অভিশাপ দিয়ে কথাবলা গর্হিত কাজ। এ সকল বদঅভ্যাস পরিহার করতে হবে।

(৬) স্থান, কাল, পাত্রভেদে কথা বলতে হবে। তবে সত্য কথাই বলতে হবে।

(৭) কথার দ্বারা কারও উপকার করতে না পারলেও কারও যেন ক্ষতি না হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. حِجَابٌ শব্দের অর্থ -

ক. ঢেকে রাখা খ. আচ্ছন্ন করা
গ. সম্মুখে থাকা ঘ. ছায়া ফেলা

২। ইসলামি শরিয়তে পর্দার স্তর কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তার উচিত -

i. উত্তম কথা বলা
ii. চুপ থাকা
iii. সুন্দর থাকা

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَلْعُجْبُ মানে -

ক. আত্ম অহংকার খ. আত্মম্ভরিতা
গ. আত্মসাৎ ঘ. আত্ম সংশোধন

২. মানব চরিত্রের মারাত্মক রোগ কী?

ক. اَلْغَشُّ খ. اَلْبُخْلُ
গ. اَلاَكْلُ ঘ. اَلشُّرْبُ

৩। اَلْغَشُّ মানে ভালোর সাথে -

i. খারাপের মিশ্রণ করা
ii. ভালোর মিশ্রণ করা
iii. ভালো খারাপের মিশ্রণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

মামুন মনে করে কোন কাজ বাস্তবায়ন করতে হলে বর্তমানে প্রতারণা ও অপচয় করতে হয়।

৪। মামুনের ধারনা কিসের পরিপন্থি?

ক. নৈতিক চরিত্রের খ. সামাজিকতার
গ. সাম্য প্রতিষ্ঠার ঘ. সমাজ গঠনের

৫। মামুনের এই অবস্থায় করণীয় -

i. প্রতারণা না করা তবে অপচয় রোধ না করা
ii. প্রতারণা না করা ও অপচয় না করা
iii. প্রতারণা না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

সামছুদ্দিন ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। ফিক্‌হ ক্লাসে ওস্তাদ তাদের আত্মম্ভরিতা (اَلْعُجْبُ), প্রতারণা (اَلْغَشُّ), অপচয় (اَلْاِسْرَافُ) হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু সামছুদ্দিন মনে করে সামান্য প্রতারণা ও অপচয়ে কিছুই হয় না।

ক. اَلْاِسْرَافُ ও اَلْعُجْبُ অর্থ কী?

খ. اَلْاِسْرَافُ ও اَلْغَشُّ বলতে কী বুঝ?

গ. সামছুদ্দিনের ধারণা ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ওস্তাদের উপদেশগুলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

# তৃতীয় অধ্যায়

# হালাল ও হারাম

# اَلْحَلَالُ وَالْحَرَامُ

## প্রথম পাঠ

## হালাল ও হারামের পরিচয়

হালাল (اَلْحَلَالُ) অর্থ বৈধ করা, অনুমোদন করা। শরিয়তের পরিভাষায়–

مَا اَبَاحَهُ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ اَىْ كُلَّ شَىْءٍ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِهِ

অর্থ : আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুন্নতে যা বৈধ করা হয়েছে অর্থ : হালাল ঐ বস্তুকে বলা হয় যা করলে শাস্তি দেওয়া হয় না। (কাওয়ায়েদুল ফিক্‌হ, ৬৭)

হারাম (اَلْحَرَامُ) অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ। শরিয়তের পরিভাষায়–

هُوَ الْاَمْرُ الَّذِىْ نَهَى الشَّارِعُ عَنْ فِعْلِه نَهْياً جَازِماً بِحَيْثُ يَتَعَرَّضُ مَنْ خَالَفَ النَّهْىَ لِعُقُوْبَةِ اللهِ فِىْ الْآخِرَةِ – وَقَدْ يَتَعَرَّضُ لِعُقُوْبِهِ شَرْعِيَّةً فِى الدُّنْيَا اَيْضاً.

অর্থ : হারাম ঐ কাজকে বলে যা শরিয়ত প্রবর্তক অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যে নিষিদ্ধ কাজ করলে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং পার্থিব জগতেও শরিয়তের বিধান মোতাবেক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (দলিলুস সায়িলিন)

আল্লাহ তাআলা হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

অর্থ : হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সুরা বাকারা, ১৬৮)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

অর্থ : হালাল রুযি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয। (মিশকাত, ২৪২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বহুদিনের প্রবাসী ধূলি-ধূসরিত রুক্ষ কেশধারি এমন এক ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করে বলল, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!

مَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَقَدْ غُذَىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

অর্থ : অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় বস্তু হারাম, তার লেবাস-পোশাক হারাম এবং হারাম মালের দ্বারাই তার জীবন লালিত-পালিত। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির দোআ কেমন করে কবুল হবে?

(সহিহ মুসলিম শরিফ ও জামে তিরমিযি)

তাই, হালাল উপার্জন, হালাল পথে ব্যয় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

## দ্বিতীয় পাঠ

## হারাম বস্তু ও হারাম আমল

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবিব (ﷺ)কিছু বস্তুকে হারাম করেছেন আর কিছু আমলকেও হারাম করেছেন। যেমন–

১। اَلْشِّرْكُ بِاللهِ - আল্লাহর সাথে শিরক করা

২। اَلدَّمُ - রক্ত

৩। لَحْمُ الْخِنْزِيْرِ - শুকরের গোশত

৪। وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ - আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণী

৫। اَكْلُ السُّحْتِ - অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু

৬। اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ - এতিমের মাল

৭। قَتْلُ النَّفْسِ - আত্মহত্যা

৮। قَتْلُ الْاِنْسَانِ بِغَيْرِ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ - শরিয়তের বিধান ছাড়াই মানুষ হত্যা

৯। لَحْمُ الْحِمَارِ الْاَهْلِيْ - পালিত গাধার গোশত

১০। كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ - হিংস্র প্রাণী

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহ তাআলার সমীপে খাঁটি-দৃষ্টান্তমূলক তওবা কর। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন আর এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (সুরা তাহরিমা, ৮)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) দৈনিক ১০০ বার তওবা করতেন। যদিও তাঁর কোন গুনাহ ছিল না। আল্লাহ তাঁকে গুনাহ মুক্ত রাখার শোকরিয়া এবং উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তওবা করতেন। তিনি ইরশাদ করেন–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه

অর্থ : গুনাহ থেকে তওবাকারী এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেন তার গুনাহই ছিল না।

(সুনানু ইবনি মাজা)

হযরত আলি (رضي الله عنه) বলেন–

عَجَباً لِمَنْ يَهْلِكُ وَ مَعَه النَّجاةُ، قِيْلَ لَه وَ مَاهِيَ قَالَ التَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ.

অর্থ : আশ্চর্য ! লোকটি ধ্বংস হচ্ছে অথচ তার সাথেই রয়েছে মুক্তির পথ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল নাজাত কি? জবাবে বললেন, তওবা ও ইস্তেগফার। (দলিলুস সায়িলিন, ১৩৪)

তওবা ইস্তেগফার নিম্নরূপ–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অর্থ : ‘ আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাই সকল প্রকার গুনাহ হতে এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাচ্ছি। মহান ও মহামহিম আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত আমার ইবাদত করার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোন ক্ষমতা নেই।

তওবায় গভীর মনোযোগের সাথে চোখের পানি ছেড়ে মনটাকে নরম করে অপরাধী হিসেবে নিজেকে আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হবে। নিজে না জানলে কোন একজন হক্কানি আলেমের কাছে গিয়ে এমনভাবে তওবা শিখতে হবে যেন বুঝতে পারে তওবা কবুল হয়েছে।

## দ্বিতীয় পাঠ

## আল্লাহর যিকিরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর যিকির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ তাআলা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, বছরে একবার যাকাত প্রদান, একমাস সিয়াম সাধনা ও জীবনে একবার হজ করা ফরয করেছেন। এর মধ্যে যাকাত ও হজ ধনীদের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যিকিরকে জীবনের সকল পর্যায়ে, সর্ব শ্রেণির জন্য, সর্ব সময়ের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন– يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً .

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবিহ পড় (পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর)। (সুরা আহযাব, ৪২)।

এই যিকির একক‌ভাবেও হতে পারে, সম্মিলিতভাবেও করা যায়। একক যিকির হতে হবে বিগলিত অন্তর ও গোপনীয়তার সাথে যেন অন্য কারো কাজ বা ঘুমের অসুবিধা না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ .

অর্থ: স্মরণ করুন আপনার রবকে আপন মনে কাতরভাবে ও ভীত হৃদয়ে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায়। আর আপনি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (সুরা আরাফ, ২০৫)

সম্মিলিতভাবে যিকির করার বিধানও দিয়েছেন আল কুরআনে। ইরশাদ হয়েছে–

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنَ.

অর্থ: তোমরা আমার যিকির করো, আমি তোমাদের যিকির বা স্মরণ করবো, আমার শুকরিয়া আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সুরা বাকারা, ১৫৬)।

এক্ষেত্রে যিকিরের আদব রক্ষা করতে হবে। যিকির হতে হবে বিগলিত অন্তরে, আল্লাহ তাআলার মহব্বত পূর্ণ পরিবেশে। কারো ঘুম বা ইবাদতের ক্ষতি হতে পারে এমন স্থানে জোরে যিকির করা যাবে না। রসুলুলাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) যেভাবে যিকির করেছেন, আমাদেরকে সেভাবেই যিকির করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহর ওলিগণ যিকিরকে সহজতর ও মন মানসিকতার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য যে সব পদ্ধতিতে যিকির করেছেন সে সব পদ্ধতি গ্রহণ করাও উপকারী।

## তৃতীয় পাঠ
## তাসবিহ

তাসবিহ শব্দের অর্থ, গুণগান করা, মহিমা, প্রশংসা। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পাঠের বিষয়ে ৪৩ স্থানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সবসময় তাসবিহ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যায় তাসবিহ পড়ার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّأَصِيلا

অর্থ : এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা কর। (সুরা আহযাব, ৪২)

হযরত আবু হোরায়রা (ﷺ) বলেন, নবি করিম (ﷺ)-এর দরবারে হযরত ফাতেমা (ﷺ) এসে তাঁর কাছে একজন খাদেম চাইলেন। আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন, আমি কি তোমাকে খাদেমের চাইতে উত্তম-কল্যাণকর কিছুর সংবাদ দেব? আর তা হলো, প্রতি সালাতের পর এবং শোয়ার সময় ৩৩ বার আল্লাহর তাসবিহ 'সুবহানাল্লাহ' (سُبْحَانَ الله); ৩৩ বার আল্লাহ তাআলার তাহমিদ 'আলহামদু লিল্লাহ' (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) আর ৩৪ বার আল্লাহ তাআলার তাকবির 'আল্লাহু আকবার' (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পড়। এ তাসবিহকে তসবিহে ফাতেমি বলা হয়। প্রত্যেক সালাতের পর এ তাসবিহসমূহ পড়া উত্তম।

## চতুর্থ পাঠ

# শবে বরাত, শবে কদর ও দুই ইদের রাতে নফল সালাত

## শবে বরাত

শবে বরাত শব্দটি ফার্সি (شب برأت) অর্থ : ভাগ্যরজনি । শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত শবে বরাত হিসেবে পালিত হয়। এ রাতে গুনাহ মাফ হয়ে অপরাধীরা গুনাহের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। শবে বরাতকে কুরআন মাজিদে لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٌ বা বরকতময় রাত হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। (সুরা দোখান, ২)

হযরত আলি (ﷺ) বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يطلع الْفجْر.

অর্থ : যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কেয়াম করবে (সালাত-ইবাদত বন্দেগিতে কাটাবে) এবং দিনে সাওম পালন করবে। এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ প্রথম আকাশে অবতরণ করেন (তাঁর বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হতে থাকে)। তাঁর পক্ষ থেকে আহবান আসতে থাকে কেউ আছ কি ? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগগ্রস্থ আছ কি ? আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি ? আমি তাকে রিযিক দেব। কেউ আছ কি ? কেউ আছ কি ? এভাবে ফজর পর্যন্ত ঘোষণা আসতেই থাকে। কোন কোন বর্ণনা মতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এ ঘোষণা চলতে থাকে।

(ইবনু মাজা, ১৩৮৮ ও মিছবাহুয যুজাজাহ, ২/১০ ও তারগিব, ২/৭৫)

শবে বরাতের একটি কাজ হল, কবর যিয়ারত করা। কেননা এ রাতে আল্লাহর হাবিব (ﷺ) জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে যিয়ারত করেছেন। এ রাতে সকল হারাম ও গুনাহের কাজ থেকে তওবা করা কর্তব্য।

## শবে কদর

শবে কদর (شب قدر) অর্থ : মর্যাদার রাত। এ মহান রাতে ইবাদতের কারণে এমন লোকের ও মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতোপূর্বে যাদের কোন মর্যাদা, মরতবা, কদর ছিল না। তাই এ রাতকে শবে কদর বলা হয়। (ফাযায়েলে মাহে রমযান, মুফতী আমিমুল ইহসান রহ: পৃ. ২৬)

এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা একটি সুরা নাযিল করেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

অর্থ : নিশচযই আমি এ কুরআন কদর তথা মর্যাদাবান রাতে নাযিল করেছি। আপনি কি জানেন কদর রাত কি ? কদর রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে অবতীর্ণ হয় ফেরেশেতাগণ ও রূহ, প্রতিটি কাজই তাদের প্রতিপালকের হুকুম মোতাবেক সম্পাদিত হয়। শান্তিই শান্তি তা ফজরের আর্বিভাব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। (সুরা আল কদর)

এ রাতের মর্যাদা কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে। তাই, এ রাতে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআন বোঝার চেষ্টা করা, বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা উচিত। প্রিয়নবিকে হযরত আয়শা (رضي الله عنها) প্রশ্ন করেন, যদি আমি শবে কদর পেয়ে যাই তাহলে কি পড়ব? দয়ার নবি বললেন, তুমি পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ : হে আল্লাহ ! আপনিতো ক্ষমাশীল, ক্ষমা পছন্দ করেন, আমাকেও ক্ষমা করুন।

(জামে তিরমিযি ও মুসনদে আহমদ)

## দুই ইদের রাতে নফল ইবাদত

বছরে পাঁচটি রাত অধিক মর্যাদাবান এবং দোআ কবুলের রাত। এ সকল রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করা মুমিনের জন্য পরম সুযোগ। হযরত আয়শা (رضي الله عنها) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

يَنْسَخُ اللهُ الْخَيْرَ فِى أَرْبع لَيَالٍ نُسْخًا لَيْلَة الْأَضْحٰى وَالْفِطْر وَلَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان تنسخُ فِيْهَا الآجَالَ وَالْأَرْزَاق وَيُكْتَبُ فِيْهَا الْحَج وَفِى لَيْلَة عَرَفَةَ إِلٰى الْأَذَان.

অর্থ : চার রাতে আল্লাহ কল্যাণের দরজা খুলে দেন। তা হলো–

### (খ) নতুন চাঁদ দেখার দোআ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمَنِ وَ الْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَ الإِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اللهُ

অর্থ : হে আল্লাহ ! এই চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করুন নিরাপত্তা, ইমান, শান্তি, ইসলাম এবং আপনার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজের তওফিকসহ। হে চাঁদ! তোমার প্রতিপালক ও আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ।

### (গ) নতুন কাপড় পরিধানের দোআ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوْرِىْ بِه عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِه فِىْ حَيٰوتِىْ

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমন লেবাস পরালেন, যা দ্বারা আমি আমার সতর আবৃত করি এবং আমার জীবনে যা দ্বারা সৌন্দর্য অবলম্বন করি।

### (ঘ) সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার হলো–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ اِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا أَنْتَ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ (নিঃশর্ত আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী) নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশে ওয়াদাবদ্ধ। আমি আপনার কাছে পানাহ চাই আমার কৃত সকল অনিষ্ট হতে। আমাকে যা নেওয়ামত দিয়েছেন তা আপনারই দান একথা স্বীকার করছি। আমার অপরাধ স্বীকার করছি, আমার গুনাহ মাফ করুন। আপনি ছাড়াতো গুনাহ মাফ করার কেউ নেই।

কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা উক্ত ইস্তেগফার পাঠ করলে সকাল হওয়ার পূর্বে যদি সে মারা যায় তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। আর সকাল বেলা উক্ত ইস্তেগফার পাঠ করলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যও জান্নাত ওয়াজেব। (আলআদাবুল মুফরাদ, ১৫৪)

### (ঙ) প্রত্যেক সালাতের পর দোআ

ফরয সালাতের পর প্রিয়নবি (ﷺ) এ দোআ পড়তেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া ইলাই নেই, তিনি এক, তার শরিক নেই, রাজত্ব তার প্রশংসা তারই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যাকে দান করেন তা রোধ করার কেউ নেই। যাকে বারণ করেন তাকে দেওয়ার কেউ নেই। কোন সম্পদশালীকে আপনার মোকাবেলায় তার সম্পদ কোন কল্যাণ দিতে পারে না। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

সালাতের পর দোআর পদ্ধতি কি হবে? এ সম্পর্কে হযরত আসওয়াদ আমেরি (ﷺ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْفَجْرَ سَلَّمَ وَ انْحَرَفَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا.

অর্থঃ আমি রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ফজর সালাত আদায় করলাম। হুজুর সালাম ফিরালেন, তার পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন এবং হাত উঠালেন এবং দোআ করলেন।

(মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বা, ১/২৬৯; তুহফাতুল আহওয়াযী, ১৭১; আল মুগনী, ৩২৮)

এ হাদিস প্রমাণ করে ফরয সালাতের পর হাত উঠিয়ে দোআ করা সুন্নত।

### (চ) নিজের ও অন্যের কল্যাণে দোআ

কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে অনেক দোআ বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা, ২০১)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে দীনের ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন, যে দীন আমার সব কিছুর রক্ষাকবচ। আমাকে দুনিয়ার ব্যাপারে সঠিক পথে রাখুন যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার আখিরাতকে

কল্যাণময় করুন যা আমার প্রত্যাবর্তন স্থল। আমার বেঁচে থাকাকে যাবতীয় কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় করে দিন এবং আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করে আরাম দায়ক করে দিন।

(রিয়াদুস সালেহীন, ৫১৫)

# অনুশীলনী

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلدُّعَاءُ কার অন্যতম ইবাদত?

ক. মোমিনের খ. সকল মানুষের
গ. কোন ব্যক্তির ঘ. কোন সম্প্রদায়ের

২। اَلدُّعَاءُ কবুলের উপযুক্ত সময় -

ক. ফরয সালাতের পর খ. আসরের সালাতের পর
গ. নফল সালাতের পর ঘ. কুরআন তিলাওতের পর

৩। দোআ হতে হবে -

i. বিনয়ের সাথে
ii. আদবের সাথে
iii. সুন্দরের সাথে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i
গ. i ও iii ঘ. iii

হাসান মসজিদে সালাত আদায় করে এবং সালাতের পর তাসবিহ পড়ে। কিন্তু সে অমনোযোগী। ইমাম সাহেব মনোযোগের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপদেশ তাকে প্রদান করেন।

৪। হাসানের কার্যক্রম কেমন?

ক. কুরআনের বিপরীত খ. হাদিসের বিপরীত
গ. কুরআন ও হাদিসের বিপরীত ঘ. অন্যায়ের বিপরীত

৫। হাসানের উপর কী আবশ্যক?

i. মনোযোগের সাথে সালাত ও দোআ করা

ii. অসচেতনতার সাথে সালাত ও দোআ করা

iii. মনোযোগের সাথে দোআ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ঘ. ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

সালাম ব্যাংকে চাকুরি করে। যোহরের সালাতের সময় সালাত আদায় করে এবং কিছু পরিমাণ তাসবিহ পাঠ করে ও দোআ করে। কবির এ দৃশ্য দেখে বলে, সালাতই দোআ, এরপর অন্যকিছুর প্রয়োজন নেই।

ক. سَيِّدُالِاسْتِغْفَارُ সকাল ও সন্ধ্যা পড়লে কী হয়?

খ. হাদিস শরিফের আলোকে দোআর আদব ও গুরুত্ব বলতে কী বুঝ?

গ. সালামের কর্মপদ্ধতি মূল্যায়ন কর।

ঘ. কবিরের দৃষ্টিভঙ্গি কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

# ২০২০
## শিক্ষাবর্ষ
## দাখিল
## ৮ম-আকাইদ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম অর্জন ফরজ
-আল হাদিস

**দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর**
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

| |
|---|
| তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন |
| নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন |

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত